ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 November, 2023 ■ আগরতলা ১৪ নভেম্বর ২০২৩ ইং ■ ২৭ কার্ত্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মেলা উদ্বোধন করে সম্প্রীতির বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

দ্বিতীয় দিনেও জনপ্লাবন মাতাবাড়ি শান্তিপূর্ণ ভাবে কাটলো আলোর উৎসব

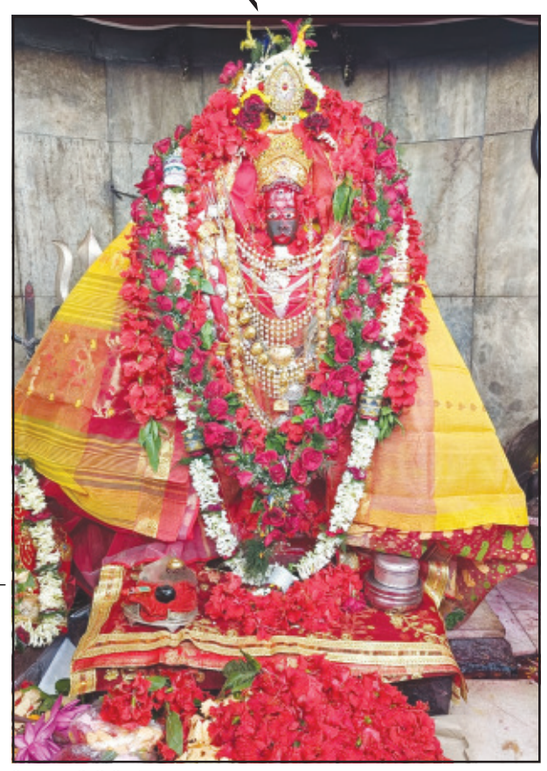

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর/আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। গতকাল থেকে শুরু হচ্ছে আলোর উৎসব দীপাবলি। উত্তর পূর্বাঞ্চলের সর্ব বৃহৎ উৎসব গুলোর মধ্যে একান্ন পীঠের এক পীঠ মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের মন্দির প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাজ্যের বৃহত্তর মিলন উৎসব দীপাবলি।এ বৎসর মেলা কমিটি উৎসব এক দিন বৃদ্ধি করেছেন। এই মেলার উদ্বোধন করেছেলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা:মানিক সাহা। আয়োজক কমিটি রাজ্যের সমস্ত মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, সাংসদ ও রাজ্য সভার সমস্ত সদস্যদের অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করেছেন এবং সংবাদ লেখা পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহা, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, ছাড়াও উপস্থিতছিলেন রাজ্যেরঅর্থমন্ত্রী প্রনজিৎসিংহ রায়, খাদ্য মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, সংখ্যালঘু মন্ত্রী শুক্লা চরন নোয়াতীয়া,বিধায়ক সুশান্ত দেব, রাম প্রসাদ পাল, রাজ্যে পুলিশের জি জি, সহ একাধিক ভি ভি আই পি উপস্থিত ছিলেন। গতকাল থেকে শুরু হওয়া দীপাবলি উৎসব ও মেলা পনেরো নভেম্বর সকাল সাতটায় সমাপ্তি হবে ।বলে জানিয়েছেন দীপাবলী উৎসব ও মেলা কমিটি। তিনদিনের এই মেলায় পরার দোকান থাকবে ৬১৬টি, সরকারী- বেসরকারী প্রদর্শনী স্টল থাকবে ১৬টি।মেলা শান্তিপূর্ণ ভাবেও নিরবিঘ্নে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ৮০০ সোসেবক থাকবে।কল্যাণ সাগরে ২৫ জন ঢাকি ও ৩০০জন বিভিন্ন স্বসহায়ক দলের মহিলা সদস্যা মাটির প্রদীপ নিয়ে সন্ধ্যা আরতিতেঅংশ গ্রহণ করেন। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা মধ্যে ২৮টি ড্রপগেট এবং বিশেষ ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছ।যে কোন অনভিপ্রেত ঘটনা এড়াতে ষোলোটি সিসি ক্যামেরার পাশাপাশি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা কর্মী ও সাদা পোষাকের পুলিশ একটানা কাজ করে চলেছেন। ট্রেন সার্ভিস গত বৎসরের তুলনায় অনেক বেশি জোড়া ট্রেন ভারতী রেল দপ্তর থেকে ব্যবস্থা। এস বি আই -এর পক্ষ থেকে কিউ আর কোড ব্যবহার করে মায়ের উদ্দেশ্যে দানের ব্যবস্থা করায় ভক্তরা অনায়াসে কেস লেস দানে সমর্থ হয়েছেন। অপর দিকে রাজ্যের এবং উদয়পুর শহরের প্রায় ২০০০শিল্পী নিজেদের কৃষ্টি,সংস্কৃতি তোলে ধরছেন ধন্যমানিক্য মুক্ত মঞ্চে, রাজ্যের প্রত্যেক মহকুমার থেকে প্রতিথযশা শিল্পীদের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছ।প্রতিবেশী বাংলাদেশের শিল্পীদেরও সুযোগ দেওয়া হয়েছে।পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার জেলার ছোনৃত্যের পাশাপাশি কোলকাতার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনিরপেক্ষতার অনন্য নজির

খয়েরপুরে মুসলিম পরিবারে কালীপূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতের ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরায় ধর্মীয় সহিষ্ণুতার অন্যান্য নজির স্থাপন করলেন খয়েরপুর এলাকায় বসবাসকারী একটি সংখ্যালঘু মুসলিম পরিবার। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও মুসলিম বাড়িতে সনাতনী হিন্দু রীতিতে অনুষ্ঠিত হলো কালীপূজা। নিয়ম মেনে কালি মায়ের আরাধনায় ব্রতি হলেন মুসলিম পরিবারের লোকজন। এমনকি পূজারী হিসেবে ছিলেন খোদ সেই পরিবারেরই কালী মায়ের আরাধ্য তরুণ যুবক। ঘটনা ত্রিপুরার আগরতলা শহর অদূরে খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের পশ্চিম নোয়াবাদীতে।

পশ্চিম নোয়াবাদী গ্রাম পঞ্চায়েতের আমতলীতে বাড়ি রয়েছে মোহাম্মদ মোহন মিয়ার। এই মোহন মিয়ার বাড়িতেই গত একযুগ যাবত কালী ঠাকুরের পূজা হচ্ছে।স্থানীয়দের বিবরণ অনুযায়ী মোহনমিয়ার ছেলে কাসেম মিয়া স্বপ্নে কালী ঠাকুরকে পেয়েছিলেন।

তারপর থেকেই কাশেম নিজের ঘরে কালী মায়ের মন্দির স্থাপন করেন এবং প্রতিবছর দীপাবলীর আমাবস্যা রাতে সেই মন্দিরে মায়ের পূজা করেন।প্রথম প্রথম বিষয়টি তাদের পারিবারিক থাকলেও ক্রমশ সেই ঘটনা জানাজানি হয়।

লোক লজ্জা, ধর্মীয় গ্লানি এবং নানা ধরনের বিতর্ক কাটিয়ে মুসলিম বাড়িতে কালী পূজা এখন এলাকার প্রায় সবাই মানিয়ে নিয়েছেন।বিগত কয়েক বছর যাবত মোহন মিয়ার বাড়িতে কালীপূজায় এলাকার রাজনৈতিক নেতৃত্ব ক্লাব এবং সামাজিক সংস্থা থেকে শুরু করে হিন্দু মুসলিম উভয় অংশের লোকেদের আনাগোনা চলে।

এবারো সম্পূর্ণ হিন্দু ধর্মীয় রীতিতে মোহন মিয়ার বাড়িতে কালী মন্দিরে মায়ের পূজা হয়েছে। সেই পূজাতে এলাকার উভয় অংশের লোকেদের শামিল হতে দেখা গেছে।

প্রসঙ্গত, মোহন মিয়ার বাড়িতে কালীপূজা হলেও মোহন মিয়া নিজে নিয়মিত ভাবে মুসলিম হিসেবে ইসলাম রীতি নীতি পালন করেন এবং নামাজ আদায় করেন। এমনকি উনার ছেলে কাসেম মিয়া সহ পরিবারের কোনো সদস্যই ধর্ম পরিবর্তন করেননি এবং মুসলিম হিসেবে চিহ্নিত রয়েছেন।

ত্রিপুরার খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের পশ্চিম নোয়াবাদীতে মুসলিম বাড়িতে কালী পূজার ঘটনা ধর্মীয় পরিচয়ের উর্ধে ভক্তি প্রদর্শনের এক ভিন্ন দৃষ্টান্ত হিসেবে সামনে উঠে এসেছে। এ ধরনের প্রয়াস রাজ্যে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি ধর্মীয় সহিষ্ণুতাকে আরো কাছাকাছি নিয়ে আসবে বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বাজির আগুনে পুড়লো ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। দীপাবলির রাতে আগুনে পুড়ে ছাই বসত ঘর। রবিবার রাতে মাষ্টারপাড়া এলাকার বাসিন্দা বিশাল দেবের ঘর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আতশবাজীর ফুল্কি থেকে আগুনে সূত্রপাত ঘটেছে বলে জানিয়েছেন বাড়ির মালিক। বাড়ির মালিক বিশাল দেব জানিয়েছেন, রবিবার রাতে দীপাবলি উপলক্ষে বাজি পুড়ানো হয়েছিল।

তখন আতশবাজির ফুল্কি এসে ঘরের মধ্যে পড়ে। কিছুক্ষণ পর আগুন লাগার দৃশ্য দেখতে পায় পরিবারের সদস্যরা।

তখন পরিবারের সদস্যদের চেঁচামেচিতে এলাকার সানীয়রা জড়ো হয়। সাথে সাথে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ছুটে আসে। কিন্তু ততক্ষণে ঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে।

প্রতিবেশী ও দমকলকর্মী দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ফলে বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা থেকে রক্ষা পায় মাস্টারপাড়া। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা হবে বলে জানিয়েছে বাড়ির মালিক।

দীপাবলির রাতে দুই বাড়িতে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। আলোর উৎসবের মধ্যেই শহরের দুটি বাড়িতেই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। রবিবার সন্ধ্যায় দুটি বাড়িতেই বাড়ির মালিকদের অনুপস্থিতিতে এই চুরিকান্ড সংঘটিত হয়েছে। একটি ঘটনায় সিসি ক্যামেরায় চোরের ছবি স্পষ্টভাবে দেখা গেলেও এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তারের কোনো খবর মেলেনি।

একটি ঘটনা ঘটেছে রাজধানীর আমতলী থানাধিন উত্তমভক্ত চৌমুহনী ঠাকুরপাড়া এলাকায়। বাড়ির মালিক দুলাল দেবনাথ কালিপুজার রাতে অর্থাৎ রবিবার আনুমানিক সাড়ে ৭টা নাগাদ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পুজা দেখতে বেরিয়েছিলেন। বাড়িতে এসে দেখতে পান ঘরের সব জিনিস তছনছ, আলমারি ভাঙা, আলমারিতে ১লক্ষ ২০ হাজার টাকা নগদ এবং ২ লক্ষ টাকার সোনার জিনিস ছিল। সেগুলি নিয়ে যায় চোর। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সিসি কামেরার ফুটেজে চুরিকান্ডটি দেখে পুলিশকে খবর দেন বাড়ির মালিক। তবে চোরের ছবি স্পষ্টভাবে দেখা গেলেও এই চুরিকান্ডে এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। অপর ঘটনাটি ঘটেছে শহরের প্রানকেন্দ্রে ধলেশ্বর রোড নাম্বার তিন স্থিত বিপ্লব দেবের বাড়িতে। তিনি দীপাবলির রাতে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বাড়ির বাইরে গিছিলেন ঘুরতে। রাত প্রায় সাড়ে ১২ টা নাগাদ বাড়িতে ফিরে এসে দেখতে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আদালত চত্তরে মারধোর, মুহুরী হত্যাকান্ডে গ্রেপ্তার আইনজীবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। অবশেষে পুলিশের জালে আটক হলেন হত্যা মামলায় জড়িত এক আইনজীবী। আদালত চত্বরে মারপিটের ঘটনায় মৃত্যু মুহুরী অমিত আচার্জী হত্যাকান্ডে অবশেষে গ্রেপ্তার এক আইনজীবী। রবিবার নিজ বাড়ির সন্নিকটে আটক হয়েছেন ঘটনার অন্যতম অভিযুক্ত আইনজীবী গোপাল সিং। সোমবার তাকে আদালতে সোপর্দ করবে পুলিশ।

জানা যায়, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে আদালত চত্বরে মারপিটে জড়ায় মুহুরী ও আইনজীবী। অভিযোগ দুইজন আইনজীবী ও তিনজন মুহুরী মিলে ব্যাপক মারধোর করে আদালতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত মুহুরী অমিত আচার্জীকে। জেলা আদালতে তার উপর প্রানঘাতী আক্রমণ চালানো হয়েছিল। গত ৫ সেপ্টেম্বর এই ঘটনাটি ঘটে। মারপিটের জেরে গুরুতর আহত হয়েছিলেন মুহুরী অমিত আচার্জীর। তাঁকে ভর্তি করানো হয়েছিল জিবি হাসপাতালে। ৭ দিন পর ১২ সেপ্টেম্বর বহিঃরাজ্যে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ২৩ সেপ্টেম্বর ভোরে মৃত্যু হয়েছিল আক্রান্ত মুহুরী অমিত আচার্জীর। ২৩ সেপ্টেম্বর এই ঘটনা নিয়ে পশ্চিম আগরতলা থানায় একটি মামলা দায়ের করে মৃত অমিত আচার্জীর পিতা দিলিপ আচার্জী। পিতার দাবি ছিল আদালতের সিসিটিভি ফুটেজ ক্ষতিয়ে দেখলে গোটা বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। পুলিশ মামলা নিয়ে মামলা শ্লথ করছে। এদিকে এই ঘটনায় জড়িত ৫ জন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেলে কাটা পড়ে মৃত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ নভেম্বর।। কালী পূজার রাতে রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। প্রত্যক্ষদর্শীরা খবর পাঠিয়েছে দমকলবাহিনীকে। দমকলকর্মী মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছেন।

জানা গিয়েছে, কালী পূজার রাতে দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে কামেশ্বর এক নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আব্দুল কালামের (৬০ বছর)। ধর্মনগর রেল স্টেশন এলাকার ৪২.২ ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার সানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে সাথে সাথে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছে। দমকলকর্মীরা মৃতদেহকে উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য উত্তর জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। আজ ময়নাতদন্তের পর আব্দুল কালামের মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

আলোর উৎসবে শোকের ছায়া

দম্পতি সহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। পশ্চিম জেলার জিরানিয়ায় পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন এক দম্পতিও। ঘটনাটি ঘটেছে জিরানিয়া থানা এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, স্কুটি নিয়ে এক দম্পতি জিরানিয়া বাজার থেকে বাড়ি যাচ্ছিলেন। অপরদিক থেকে একটি মোটর বাইকে করে দুইজন যুবক আসছিল। তখনই পথে স্কুটি ও বাইকের সংঘর্ষ ঘটে। জানা গেছে ঘটনাস্থলেই মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে স্বামী- স্ত্রীর। মৃত স্বামীর নাম মরণ রায়। পেশায় তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় পুলিশ ও দমকল কর্মীরা। আহত চারজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

জিবিতে আনার পর দম্পতি সহ অপর বাইকের আরোহী বিশ্বজিৎ দেবনাথকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। আরেক আহত যুবক জিবিতে চিকিৎসাধীন।

আলোর উৎসবের মাঝে দুর্ঘটনায় তিনজনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এদিকে রবিবার তিনজনের ময়না তদন্ত শেষে পরিজনদের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ওএনজিসি গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুণা, ১৩ নভেম্বর।। বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে ওএনজিসি গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার মেলাঘর থানাধীন মেলাঘর-উদয়পুর সড়কের মোহনভোগের কালাপানিয়া মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে জানাজা সিদ্দিকি মিয়া ওরফে সিরাজের। তার বাড়ি মোহনভাগ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২নং ওয়ার্ড এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, দীপাবলির সন্ধ্যা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এনআইএ'র অভিযানের পর ফের আটক ১৪ জন বাংলাদেশী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১৩ নভেম্বর। প্রশাসনের কঠোর মনোভাব উপেক্ষা করেই আন্তর্জাতিক সীমান্ত ডিঙিয়ে রাজ্যে অনুপ্রবেশের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। তাতে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। এ ধরনের ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় অবশেষে নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ। ১৪ জন বাংলাদেশে নাগরিককে বেআইনি অনুপ্রবেশ আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সম্প্রতি রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশকে ঘুমিয়ে রেখে রাজ্যে অভিযান চালিয়ে একুশ জন মানব পাচারকারীকে জালে তুলে দিল্লি নিয়ে যায় এনআইএ টিম। আর অভিযানের পর বিএসএফ জওয়ানরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। গত কয়েক মাস ধরে রাজ্যের সীমান্ত দিয়ে বিএসএফ এবং রাজ্য পুলিশকে ঘোমে রেখে মানব পাচারে করিডর হয়ে উঠেছে ত্রিপুরা। এবং গত কয়েকদিনে গোটা দেশে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে বহু রোহিঙ্গা আটক করেছে এন আই এ টিম। এবং এন আই এ অভিযানের পর সক্রিয় হয়েছে বিএসএফ।

রবিবার সকালে বিএসএফ সাব্রুমের বৈষ্ণবপুর থেকে ১৪ জন বাংলাদেশিকে আটক করা হয়েছে। আটককৃত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচন দৌড়গোড়ায়

জনগণের কাছে ভোট চাইলেন হাসিনা

মনির হোসেন

ঢাকা,নভেম্বর ১৩।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা জনগণকে আবারো তাদের সেবা করার সুযোগ দিতে 'নৌকায়' ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। শেখ হাসিনা বলেন, নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আরেক বার সেবা করার সুযোগ দেবেন, সেই আহ্বান জানাই। তিনি আগামীর নির্বাচনে তাঁর নির্বাচনী প্রতীক নৌকায় ভোট প্রত্যাশা করে ওয়াদা চাইলে উপস্থিত জনতা দুই হাত তুলে সমস্বরে সাড়া দেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার বিকেলে খুলনা সার্কিট হাউস মাঠে খুলনা মহানগর ও জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক মহাসমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। সমাবেশের আগে তিনি এখানে মোট ২৫৯৩ কোটি ব্যয়ে ২৯টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। যার মধ্যে সমাপ্ত ২৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং বাকী পাঁচটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি। যেগুলোকে তিনি খুলনাবাসীর জন্য তাঁর উপহার হিসেবে উল্লেখ করেন।তিনি বলেন, নৌকা স্বাধীনতা দিয়েছে, নৌকা উন্নয়ন দিয়েছে। আপনারা নৌকায় ভোট দিয়েছিলেন বলেই আজকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি। এই নৌকাই দেবে ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৩৮ ▫ ১৪ নভেম্বর ২০২৩ইং ▫ ২৭ কার্তিক ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

শিশু দিবসের ভাবনা

প্রতি বছরই ১৪ই নভেম্বর দেশের সর্বত্র শিশু দিবস পালিত হয়। বছরের শুরু থেকে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া নানা রকম দিবস পালিত হয় যেমন ১২ই জানুয়ারী যুব দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, শ্রমদিবস, স্বাধীনতা দিবস, শিক্ষক দিবস ইত্যাদি। তবে ১৪ই নভেম্বর শিশুদিবস শিশুদের ও কিশোর-কিশোরীদের কাছে একটু অন্যরকম মাত্রা পায়। এদিন বড়োরা একটু বেশি করিয়া শিশুদের প্রতি নজর দেয়, নানা উপহার দেয়, নানান রকম মজার মজার অনুষ্ঠান করিয়া শিশুমনকে ভরাইয়া দেওয়ার চেষ্ঠা করিয়া থাকে। শিশুদিবস যাহাকে কেন্দ্র করিয়া পালিত হয় তিনি হইলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। জওহরলাল নেহেরু ব্যক্তিগত জীবনে বাচ্চাদের বড় ভালোবাসিতেন, বাচ্চাদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটাইতেন। তিনি বাচ্চাদের কাছে চাচা নেহেরু রূপে পরিচিতি পান। তাই পরবর্তীকালে ভারত সরকার পণ্ডিত নেহেরুর জন্মদিনটিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য ঐ দিনটিকে শিশুদিবস বলিয়া ঘোষণা করেন। সেদিন থেকেই ১৪ই নভেম্বর শিশুদিবস পালিত হইয়া আসিতেছে। "শিশুর পিতা লুকিয়ে আছে সব শিশুরই অন্তরে"। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই থাকে বিরাট সম্ভাবনা। আজকের শিশুরাই আগামীদিনে দেশের কর্ণধার হইবে। দেশকে, জাতিকে এগিয়ে নিয়া যাইবে। বিশ্বের দরজায় পরিচয় করাইয়া দিবে যে আমরা ভারতবাসী। শিশুদিবস পালনের মধ্যে দিয়ে প্রতিটি নাগরিককে মনে করাইয়া দেওয়া হয় যে ছোটরা কোনো হেলাফেলা বা অবহেলার পাত্র নয়। এদের স্বাস্থ্য, শিক্ষার দিকে আমাদের বেশি করিয়া দৃষ্টি দিতে হইবে। শিশুদের সুস্থভাবে বাড়িয়া ওঠিবার জন্য অনুকুল পরিবেশ দিতে হইবে।

বড় সাফল্য পেল শুল্ক দফতর, তিরুচিরাপল্লি বিমানবন্দরে দু'টি সোনার বিস্কুট ও গয়না উদ্ধার

তিরুচিরাপল্লি, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): বড়সড় সাফল্য পেল শুল্ক দফতর। সোমবার তিরুচিরাপল্লি বিমানবন্দরে দুই যাত্রীর কাছ থেকে দু'টি সোনার বিস্কুট-সহ গয়না উদ্ধার করেছে শুল্ক দফতর। শুল্ক দফতর জানিয়েছে, তিরুচিরাপল্লি বিমানবন্দরে দু'জন বিমান যাত্রীর কাছ থেকে অবৈধ সোনার বিস্কুট ও সোনার গয়না উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সোনার বিস্কুট ও গয়নার ওজন প্রায় ৯৪ গ্রামের কাছাকাছি।

এর আগে গত শনিবারও শুল্ক দফতর তিরুচিরাপল্লি বিমানবন্দরে একজন পুরুষ যাত্রীর থেকে সাতটি সোনার বিস্কুট বাজেয়াপ্ত করেছিল, যার ওজন ছিল ৭০০ গ্রামের কাছাকাছি। তার সঙ্গে ৯৪ গ্রামের সোনার গয়নাও উদ্ধার হয়। রবিবার শুল্ক দফতর এই তথ্য জানিয়েছিল।

বেঙ্গালুরুতে তিনটি মোটরবাইককে ধাক্কা এসইউভির, আহত ৪ জন; তামিলনাড়ুতে দুর্ঘটনায় মৃত ৪

বেঙ্গালুরু, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): বেঙ্গালুরুতে এসইউভি গাড়ির দৌরাত্ম্য গুরুতর আহত করল ৪ জনকে। সোমবার সকালে বেঙ্গালুরুর হুলিমাভুর কাছে একটি এসইউভি গাড়ি বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসে, গাড়িটি পরপর তিনটি মোটরবাইককে ধাক্কা মারে, এই দুর্ঘটনায় ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর ওই গরুটি পালানোরও চেষ্টা করে, তখন ছুটে আসেন আশেপাশে থাকা মানুষজন। পুলিশ গাড়ির চালকের নামে মামলা রুজু করেছে।

অন্যদিকে, তামিলনাড়ুর সোমবার ভয়াবহ এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। পুলিশ জানিয়েছে, ইরোড জেলার সত্যমঙ্গলমের কাছে একটি গাছে ধাক্কা মারে গাড়িটি, সংঘর্ষের অভিঘাতে গাড়িটি তুবড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের ও একজন আহত হয়েছেন।

বেঙ্গালুরুতে ভয়াবহ আগুন ৪-তলা বাড়িতে, হায়দরাবাদে অগ্নিকাণ্ড বৈদ্যুতিক শোরুমে

বেঙ্গালুরু ও হায়দরাবাদ, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুতে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি ৪-তলা বাড়িতে। সোমবার ভোররাতে ওই বাড়িতে আগুন লাগে। বেঙ্গালুরুর রামমূর্তি নগরের বনসাওয়াড়িতে অবস্থিত ওই বাড়িটি। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি, দমকল কর্মীরা আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছেন। অপরদিকে, রবিবার গভীর রাতে ভয়াবহ আগুন লাগে তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে একটি বৈদ্যুতিক শোরুমে। হায়দরাবাদের শালিবান্দায় একটি ইলেকট্রনিক্স শোরুমে রবিবার গভীর রাত ১টা নাগাদ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মোট ছয়টি দমকল ইঞ্জিন এবং ৩০ জন কর্মী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি।

স্বস্তির কথা শোনালেন উত্তরকাশির সার্কেল অফিসার, বললেন টানেলে আটকে থাকা ৪০ জন সুরক্ষিত

উত্তরকাশি, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): অবশেষে স্বস্তির বার্তা শোনালেন উত্তরকাশির সার্কেল অফিসার প্রশান্ত কুমার। উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশি জেলায় নির্মীয়মান টানেল ভেঙে পড়ার ঘটনায় সোমবার সকালে তিনি জানিয়েছেন, 'টানেলের ভেতরে আটকে রয়েছেন ৪০ জন। সবাই নিরাপদ রয়েছেন, আমরা অক্সিজেন ও জল সরবরাহ করছি।' তিনি আরও জানান, 'বর্তমান পরিস্থিতি হল, গতকাল (রবিবার) আমরা টানেলের ভিতরে আটকে পড়া মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছি। সবাই নিরাপদ, আমরা অক্সিজেন এবং জল সরবরাহ করেছি। আমরা টানেলের ভিতরে যাওয়ার জন্য পাশ দিয়ে পথ তৈরি করছি। যোগাযোগ স্থাপনের পর প্রায় ৪০ জন ভিতরে আটকে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।'উল্লেখ্য, রবিবার উত্তরকাশি জেলায় নির্মীয়মান একটি টানেল ভেঙে পড়ে। নীচে আটকে পড়েন বহু মানুষ। তাঁদের উদ্ধার করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম চালিয়ে যাচ্ছেন উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা। উত্তরকাশির সার্কেল অফিসার প্রশান্ত কুমার বলেছেন, 'আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা এখনও পর্যন্ত ১০ থেকে ১৫ মিটার ড্রিল করেছি, তবে আমাদের এখনও ৩০ থেকে ৪০ মিটার ড্রিল করতে হবে (যারা ভিতরে আটকে আছেন তাঁদের উদ্ধার করতে)।'

জাতীয়তাবাদ মোটেও বিজেপির আদর্শ নয়, তাঁরা দেশকে বিভক্ত করতে চায় : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): বিজেপির বিরুদ্ধে সঞ্জয় রাউতের আক্রমণ থামছেই না। সোমবার আরও একবার বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের সাংসদ সঞ্জয় রাউত। এদিন সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'জাতীয়তাবাদ মোটেও বিজেপির আদর্শ নয়, তাঁরা শুধুমাত্র দেশকে বিভক্ত করতে চায়।'

সঞ্জয় রাউত এদিন জোর দিয়ে বলেছেন, 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পর, বিজেপির নীতি হল ডিভাইড অ্যান্ড রুল। জাতীয়তাবাদ তাঁদের আদর্শ নয়। তাঁরা শুধু ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ও মানুষকে বিভক্ত করতে চায়।' রাউতের কথায়, 'বিজেপির কী বিচারধারা রয়েছে, বিজেপির নীতি হল বিভাজন করা।'

শ্রীশ্রীগোবর্দন পুজো

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে পালিত হয় শ্রীশ্রী গোবর্দন পুজো। ত্রেতাযুগে বিষ্ণুর অবতার রূপে জন্মেছিলেন অযোধ্যার শ্রীরামচন্দ্র। দ্বাপরযুগে অবতার রূপে এসেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। অবতার রূপ ধারণ করে যারাই এই পৃথিবীতে আসেন তাঁরা সকলেই স্বেছায় জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য আসার আগে তাঁরা জানান দিয়ে আসেন। সংকেতের মাধ্যমে আমাদের ইঙ্গিত আভাষ দিয়ে আসেন। যদিও ঐ সংকেতের অর্থ সকলের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় না। মুষ্টিমেয় উচ্চ সংস্কার যুক্ত শুদ্ধাত্মা কিছু ব্যক্তির পক্ষেই অবতার বরিষ্ঠ সেই যুগপুরুষটির স্বরূপ আবিস্কার করা সম্ভব হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাপারগুলো সর্বযুগে সর্বক্ষেত্রে একই নিয়মে বাঁধা থাকে। বিশেষ কোন পরিবর্তন চোখে পড়ে না। তাঁরা দৈব শক্তিতে বলীয়ান হয়ে পৃথিবীর রং পাল্টাতে আসেন। অথচ তাঁদের চরিত্রে কোন পাঁক লাগে না। অর্থাৎ 'আমি রাঁধিব বাড়িব ব্যাঞ্জন কাটিব তবু হাড়ি ছোঁব না' অনেকটা এই রকম ভাব। তাঁদের নির্দিষ্ট কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাধা করতে হয় বলেই তাঁদের জীবনে উচ্ছ্বাস বলে কিছু থাকে না। তাঁদের সবকিছুতেই মার্জিত ও সংযত ভাব পরিলক্ষিত হয়। এটাই তাঁদের চরিত্রের একমাত্র বৈশিষ্ঠ। তাঁদের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় কর্মকান্ডের নাম লীলাখেলা। তাঁদের সেই লীলাখেলার ভেতরেই লুকিয়ে থাকে তাঁর আসল স্বরূপ। বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁকে আবিস্কার করতে হয়। সেই আবিস্কারের মধ্যে তাঁর মহান চরিত্রের অনেকটাই ঘণ যামিনীর আড়ালে লুকিয়ে থাকে। সেই কারণে তাঁকে সম্পূর্ণ রূপে চেনা সম্ভব হয় না। কারণ অসীমকে কখনো কোন অবস্থাতেই সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না। আকাশটাকে মাপার মতো মানুষের তৈরী কোন ফিতে আছে কী ? অবতার পুরুষরা নিজেদের কখনো প্রকাশ করতে চান না। তাঁরা নিজেদের আত্ম পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নিজের সম্পর্কে যেমন বলতেন — 'আমি অণুর অণু, রেণুর রেণু সকলের দাসের দাস'। তাঁরা নিজেকে আড়াল করে রাখতেই বেশি ভালোবাসেন। ধরা পড়ে গেলে লুকোচুরি খেলার আনন্দটা যে একেবারেই মাটি হয়ে যায়। তাই সে একেবারেই চান না ধরা দিতে। অথচ তাঁরই ফাঁকে ফাঁকে চলে লীলাখেলা। সাধারণ মানুষ শিশুর অবাক বিস্ময় ভরা চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে কেবল। তাঁদের সমুদ্রের মতো গভীর এবং আকাশের ন্যায় বিশাল, বিরাট ও বিপুল অস্তিত্বকে অনুধাবন করার সাধ্য কোথায় আমাদের ?

এবার আসি শ্রীকৃষ্ণ কে ছিলেন সেই কথায়। কৃষ্ণ এই পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়েছিলেন ২১/৭/৩২২৮ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে এবং ১২৫ বছর ৭ মাস ও ৬ দিন এই পৃথিবীর বুকে পদচারণা করেছিলেন। তাঁর দেহাবসান হয়েছিল ১৮/২/৩১০২ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে ৫১২২ বছর পূর্বেও তিনি স্বমহিমায় এই পৃথিবীর বুকে জীবিত ছিলেন। সে আজ কতকাল আগের কথা ! তবু গোটা ভারতবর্ষে এমন একজনকেও পাওয়া যাবে না যে নাকি শ্রীকৃষ্ণের নাম শোনেনি বা তাঁকে চেনে না। এর দ্বারাই স্পষ্ট প্রমানিত যে তিনি কতবড় মাপের মানুষ ছিলেন ! সীমার মাঝে তিনি ছিলেন অসীম।

স্বামী ত্যাগিবরানন্দ লিখেছেন — 'সমগ্র বিশ্বের অধিকাংশ নরনারীই যাঁর রূপে, গুণে, জ্ঞানে, ত্যাগে, মহিমায় মুদ্ধ, যিনি সনাতন ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, বেদান্তের সর্বোৎকৃষ্ট ভাস্যকার, সামাজিক-আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের যিনি অগ্রদূত, ভিন্ন দার্শনিক মতবাদের যিনি সমন্বয়াচার্যরূপে প্রতিভাত, যিনি অনেককেই রাজা করেছেন কিন্তু নিজে কখনও রাজা হননি, যাঁর মস্তিস্কের উৎকর্ষতায় হৃদয়বত্তায় ও কর্মনৈপুণ্যতায় নবপ্রজন্মের মাথাও অবনবত, যাঁকে নির্দধায় আদর্শ নাগরিক, যোদ্ধা, মন্ত্রী হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের স্থায়ী আসনে বসানো যায়, যাঁর অসাধারণ বিদ্যাবত্তা, কবি-প্রতিভা ও সুমিষ্ট ব্যবহারে বিশ্বমানব বিমোহিত'।

সহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যয় লিখেছেন — 'লৌকিক বিশ্বাস শ্রীকৃষ্ণ পান্ডবের সুহৃদ এবং কৌরবের শত্রু কিন্তু বাস্তবিক তিনি ছিলেন ধর্মের পক্ষে ও অধর্মের বিপক্ষে। তাঁর কোন পক্ষপাতীত্ব ছিল না। যে মানবতার শত্রু সেই কৃষ্ণের শত্রু। কেন না, আদর্শ পুরুষ সর্বভূতে আপনাকে (স্বরূপকে) দেখেন, তাছাড়া তাঁর অন্য প্রকার আত্মজ্ঞান নেই'।

ভাগবত পুরান অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার একটি ঘটনা থেকেই শুরু হয়েছিল শ্রীশ্রীগোবর্দন পুজোর প্রবর্তন। মথুরা থেকে ২২ কি.মি. দূরত্বে স্থিত গোবর্দন পর্বতের আশেপাশে বসবাসকারী রাখাল বালকদের ধারণা ছিল যে, তাঁদের যাবতীয় সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি সবই দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপায় সংঘটিত হয়। প্রতি বছর যে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টির দ্বারা যে ফসল উৎপন্ন হয়, এই সবের নেপথ্যে যার অবদান সর্বোচ্চ সে আর কেউ নয় —স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। ইন্দ্রের কৃপা ব্যতীত তাঁদের জীবন অসহায় ও বিপন্ন। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি তাঁদের অন্তর্গভীরে লুকানো ছিল অপরিসিম কৃতজ্ঞতা। ইন্দ্রের প্রতি তাঁদের বংশ পরম্পরাগত নির্ভরতা ও দুর্বলতা হেতু তাঁরা নিজেদের কর্মনৈপুণ্যতায় নবপ্রজন্মের মাথাও অবনবত, যাঁকে নির্দধায় আদর্শ নাগরিক, যোদ্ধা, মন্ত্রী হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের স্থায়ী আসনে বসানো যায়, যাঁর অসাধারণ বিদ্যাবত্তা, কবি-প্রতিভা ও সুমিষ্ট ব্যবহারে বিশ্বমানব বিমোহিত'। সহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যয় লিখেছেন — 'লৌকিক বিশ্বাস শ্রীকৃষ্ণ পান্ডবের সুহৃদ এবং কৌরবের শত্রু কিন্তু বাস্তবিক তিনি ছিলেন ধর্মের পক্ষে ও অধর্মের বিপক্ষে। তাঁর কোন পক্ষপাতীত্ব ছিল না। যে মানবতার শত্রু সেই কৃষ্ণের শত্রু। কেন না, আদর্শ পুরুষ সর্বভূতে আপনাকে (স্বরূপকে) দেখেন, তাছাড়া তাঁর অন্য প্রকার আত্মজ্ঞান নেই'। ভাগবত পুরান অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার একটি ঘটনা থেকেই শুরু হয়েছিল শ্রীশ্রীগোবর্দন পুজোর প্রবর্তন। মথুরা থেকে ২২ কি.মি. দূরত্বে স্থিত গোবর্দন পর্বতের আশেপাশে বসবাসকারী রাখাল বালকদের ধারণা ছিল যে, তাঁদের যাবতীয় সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি সবই দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপায় সংঘটিত হয়। প্রতি বছর যে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টির দ্বারা যে ফসল উৎপন্ন হয়, এই সবের নেপথ্যে যার অবদান সর্বোচ্চ সে আর কেউ নয় —স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। ইন্দ্রের কৃপা ব্যতীত তাঁদের জীবন অসহায় ও বিপন্ন। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি তাঁদের অন্তর্গভীরে লুকানো ছিল অপরিসিম কৃতজ্ঞতা। ইন্দ্রের প্রতি তাঁদের বংশ পরম্পরাগত নির্ভরতা ও দুর্বলতা হেতু তাঁরা নিজেদের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার বিষয়ে রাখাল বালকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। পরিবেশ সম্পর্কে তিনি রাখাল বালকদের শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। পর মুখাপেক্ষি হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়াই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়। অন্তরের অপার শ্রদ্ধা নিবেদন করার অছিলায় তাঁরা শরৎ ঋতুতে ইন্দ্রের পুজো করতো। শ্রীকৃষ্ণ রাখাল বালকদের সেই অলীক ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারনার প্রতি বিরুদ্ধাচারণ হেতু তাঁদের সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। তিনি শিক্ষাদান করেছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র নয় বরং গোবর্দন পর্বতই তাঁদের জীবন নির্বাহের প্রধান সহায়ক। তাঁদের সুখ সমৃদ্ধির পেছনে গোবর্দন পর্বতের অবদান অনস্বীকার্য। গোবর্দন পর্বতই তাঁদের আত্মনির্ভরশীল হতে শিখিয়েছিলেন। অবশেষে রাখাল বালকেরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সুহৃদ শ্রীকৃষ্ণের কথায় অনুপ্রানিত হয়ে উঠেছিলেন। ফলঃ স্বরূপ কৃষ্ণের প্ররোচনায় ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব প্রতি ছিলেন চির উদাসীন। রাখাল বালকদের সেই অলীক ভিত্তিহীন দৃঢ় বিশ্বাসের প্রতি যিনি প্রথম কুঠারাঘাত করেছিলেন তিনি আর কেউ নন ভগবত গীতার সাকার বিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণুর অবতার। রাখাল বালকদের তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, তাঁদের যাবতীয় সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তির পেছনে যার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখনীয় তিনি দেবরাজ ইন্দ্র নন গোবর্দন পর্বত। গোবর্দন পর্বতের উপর আস্থাশীল হওয়া তাঁদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। ইন্দ্রের কৃপায় নয় বরং উক্ত পর্বতের কৃপাতেই তাঁদের জীবন নির্বাহ হয়ে আসছে আজীবন। শ্রীকৃষ্ণ উদাহরণ স্বরূপ চির উপেক্ষিত ও অবহেলিত পাহাড়-পর্বতের উত্তোলন করে নিস্পাপ সহজ সরল রাখাল বালকদের আসন্ন বিপদ থেকে পরিত্রাণ করেছিলেন এবং তার সাথে যুক্ত দুস্কৃতকারী দেবরাজ ইন্দ্রকে তিনি যথোচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন।

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রাণসখা অর্জুনকে তিনি যে শিক্ষায় পুষ্ট করেছিলেন তা স্বয়ং কৃষ্ণ নিজের দৈনন্দিন ব্যাবহারিক জীবনের প্রতি পদক্ষেপে পালনও করেছিলেন। নিজে আচরি ধর্ম তিনি অপরকে শেখাতেন। বোধহয় এই একটি মাত্র কারণেই পৃথিবীতে কেউ অবতার পদে অধিষ্ঠিত হন।

সেই থেকে গোবর্দন পুজোর মাধ্যমে জগৎবাসী শ্রীকৃষ্ণের মহানুভবতার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আসছেন। গোবর্দন পর্বতকেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ রূপে ব্রজবাসীরা পুজো করতে শুরু করেন। গোবর্দন পুজো বহু প্রাচীন রীতির মধ্যে অন্যতম। পর্যটকদের ক্ষেত্রে গোবর্দন পর্বত একটি প্রধান দর্শনীয় স্থান। যদিও ভক্তজনেরা তাঁদের অবদমিত অপার কৌতূহল বশতঃ সেখানে গিয়ে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসেন তা না বলাই ভাল। দূর থেকে ঢোলের আওয়াজ শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে যতই মধু ঢালতে সক্ষম হোক না কেন কাছে গিয়ে শুনলে অনেক সময় মোহভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সবই আছে সেই একই জায়গায়, নেই শুধু মথুরা নগর শ্রেষ্ঠ সেই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ বিহীন মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল বা দ্বারকা আজ শূন্য, প্রাণহীন। দিন-প্রতিদিন সেই ঐতিহ্যবাহী সনাতন গোবর্দন পর্বতের উচ্চতা কর্রমান্বয়ে একটু একটু করে হ্রাস পাচ্ছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক অত্যাশ্চর্য অলৌকিক ঘটনা। স্থানীয় ব্রজবাসীদের মতানুযায়ী মানুষের কলুষিত জীবনযাত্রার ফলঃস্বরূপ অদূর ভবিষ্যতে গোবর্দন পর্বত যে মৃত্তিকা গর্ভে তলিয়ে যাবে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কালের প্রভাবে আজ সে অবহেলিত ও পরিত্যক্ত। অধুনা সুদূর অতীতের সাক্ষী মাত্র !

পর্বত উত্তোলনের দিনটিকে চিরস্মরণীয় করার পক্ষে যাঁরা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তাঁরা ব্রজভূমির সেই রাখাল বালক। অদ্যাবধি ব্রজের গোবর্দন পুজোর পরিচালনার ভার তাঁদেরই হাতে। মথুরা, বৃন্দাবন ও গোকুলবাসী ব্রাহ্মনরাও এই পুজোয় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। অগণিত মানুষের ভিড়ে ব্রজভূমি হয়ে ওঠে মুখরিত। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের বিচারে গোবর্দন পুজো একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উৎসব।

যেহেতু সৌর বছরটি বৃত্তাকারে বিন্যস্ত, সেই কারণে দীপাবলীর ঠিক পরের দিনটিতেই উদযাপিত হয় শ্রীশ্রী গোবর্দন পুজো। (উদাহরণ স্বরূপ ব্যাপারটা বোঝা যাক — যদি চতুদর্শী দিবা ১১টা বেজে ৪৬ মিনিটে শেষ হয় তাহলে পরের মুহূর্ত থেকে শুরু হয় অমাবস্যা অর্থাৎ অমাবস্যার বেশির ভাগ সময়টাই কেটে যাচ্ছে দীপাবলীর দিনেই। অমাবস্যার বাকি সময়টা যদি পরের দিন দিবা ৯টা বেজে ৩৯ মিনিটে শেষ হয় তাহলে পর মুহূর্ত থেকে শুরু হয়ে যায় প্রতিপদ)

ফসল কাটার উৎসব হেতু গোবর্দন পুজোর প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসেবে নিবেদিত হয় ঘরোয়া শাক-সব্জি, তরকারি, ফুল, ফল ইত্যাদি। ছাপ্পান্ন প্রকার ব্যঞ্জন সহযোগে গোবর্দন পুজো করার নিয়ম।

স্বামী ত্যাগিবরানন্দ লিখেছেন — 'সমগ্র বিশ্বের অধিকাংশ নরনারীই যাঁর রূপে, গুণে, জ্ঞানে, ত্যাগে, মহিমায় মুদ্ধ, যিনি সনাতন ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, বেদান্তের সর্বোৎকৃষ্ট ভাস্যকার, সামাজিক-আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের যিনি অগ্রদূত, ভিন্ন দার্শনিক মতবাদের যিনি সমন্বয়াচার্যরূপে প্রতিভাত, যিনি অনেককেই রাজা করেছেন কিন্তু নিজে কখনও রাজা হননি, যাঁর মস্তিস্কের উৎকর্ষতায় হৃদয়বত্তায় ও কর্মনৈপুণ্যতায় নবপ্রজন্মের মাথাও অবনবত, যাঁকে নির্দধায় আদর্শ নাগরিক, যোদ্ধা, মন্ত্রী হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের স্থায়ী আসনে বসানো যায়, যাঁর অসাধারণ বিদ্যাবত্তা, কবি-প্রতিভা ও সুমিষ্ট ব্যবহারে বিশ্বমানব বিমোহিত'।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

যাদের নিজের গ্যারান্টি নেই, তারা কী গ্যারান্টি দেবে ; প্রশ্ন অমিত শাহের

বিদিশা, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : "যাদের নিজেদের গ্যারেন্টি নেই তারা আবার কী গ্যারেন্টি দেবে", বলে সোমবার কংগ্রেসকে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি সোমবার বিদিশা জেলার সিরঞ্জে একটি জনসভায় ভাষণে একথা বলেন। মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে তিনি এদিন জনসভায় বক্তৃতা দেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, কংগ্রেসের মানুষরা মধ্যপ্রদেশের কোনো উপকার করতে পারবে না। কংগ্রেস মাত্র পাঁচটি নতুন গ্যারেন্টি এনেছে। তিনি বলেন, যাদের নিজের কোনও নিশ্চয়তা নেই, তারা আবার কী গ্যারেন্টি দেবে? তিনি আরও বলেন, আমি কমলনাথকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি যে ইউপিএ সরকার ১০ বছর কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিল। বলুন তো মধ্যপ্রদেশকে কত টাকা তারা দিয়েছিল? কংগ্রেস সরকারের অধীনে মধ্যপ্রদেশে কোনো উন্নয়ন হয়নি। অসুস্থ রাজ্য মধ্যপ্রদেশকে উন্নয়নের পথে নিয়ে গেল বিজেপি সরকার। আবারও আপনারা সবাই ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে নির্বাচন করুন এবং রাজ্যের উন্নয়ন করুন।

অমিত শাহ জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিশ্বাস করুন, আমরা মধ্যপ্রদেশকে সেরা রাজ্যে পরিণত করব।

যারা ছেলে-মেয়ের জন্য রাজনীতিতে এসেছেন, তারা কি দেশের কোনো উপকার করবেন? একদিকে, কংগ্রেস দল যারা শুধু পরিবারবাদকে প্রচার করছে, অন্যদিকে, বিজেপির লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে দেশকে সুরক্ষিত করা। নয় বছরে মোদী যা বলেছেন তাই করেছেন বলেও এদিন জনসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মন্তব্য করেন।

বিজেপি তার ১৮ বছরের শাসনে অসুস্থ রাজ্যকে একটি উন্নত রাজ্যে পরিণত করেছে।

এখন আরও পাঁচ বছর সময় পেলে এই রাজ্যকে দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজ্যের মধ্যে নিয়ে আসবে বিজেপি।

তৃণমূলের জেলা পর্যায়ে রদবদল

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে তৃণমূলের জেলা সংগঠনে বড় পরিবর্তন। একাধিক সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ও জেলা চেয়ারম্যানের পদে বদল আনা হয়েছে। তার মধ্যে সাম্প্রতিক ঘটনা পরম্পরার নিরিখে কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলায় বড় পরিবর্তন। তৃণমূলের কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পদ থেকে সরানো হল কল্লোল খানকে। লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূলের সংগঠনে এই পরিবর্তনে মহুয়া মৈত্রর পাশে থাকার বার্তা শুধু স্পষ্ট হল তাই নয়, দল যে তাঁর উপর যথেষ্ট আস্থা রাখছে, তাও পরিষ্কার করে দেওয়া হল।

অন্যদিকে, তৃণমূলের বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী পদ থেকে সরানো হল শাওনি সিংহ রায়কে। তাঁকে করা হল তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক। বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি করা হল অপূর্ব সরকারকে। রাজ্য সম্পাদক করা হল প্রাক্তন মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্রকে। জেলবন্দি অনুব্রত মণ্ডলকে বীরভূমের জেলা সভাপতি পদেই বহাল রাখল তৃণমূল। জেলার সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হল তৃণমূলের কোর কমিটিকে।

মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠিত হলে কৃষকদের ঋণ মকুবের প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে : রাহুল গান্ধী

ভোপাল, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠিত হলে কৃষকদের ঋণ মকুবের প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে, বলে সোমবার মন্তব্য করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী সোমবার মধ্যপ্রদেশের নিমুচ জেলার জাভাদে একটি নির্বাচনী জনসভায় ভাষণে একথা বলেন।

এদিনের ভাষণে রাহুল গান্ধী, শিবরাজ সিং চৌহানের সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, বিজেপি জনগণের নির্বাচিত সরকার চুরি করছে। বেকারত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, কোটিপতিরা নয়, ক্ষুদ্র শিল্প দিয়ে কর্মসংস্থান হয়। রাহুল গান্ধী জানান, একটি রাজ্যকে শক্তিশালী করা শুরু হয় কৃষকদের দিয়ে। তিনি আরও বলেন, ভারত জোড়ো যাত্রার সময় তিনি মধ্যপ্রদেশের যুবকদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আপনারা কি করেন, তারা উত্তর দিয়েছিল কিছুই নয়। এরাজ্যে বেকারত্বের এই তো অবস্থা। কোন যুবককে জিজ্ঞেস করুন সে কি করছে? তারা বলবে, আমি পড়াশোনা করেছি এবং ডিগ্রি পেয়েছি, কিন্তু কাজ পাইনি। রাহুল গান্ধী জানান, তারা রাজ্যের যুবকদের কর্মসংস্থান দিতে পারেনি। আপনারা যদি আপনার টি-শার্ট, মোবাইল ফোন, চপ্পল দেখেন, দেখতে পাবেন সবই চীনে তৈরি। আমি মেড ইন চায়নাকে, মেড ইন মধ্যপ্রদেশ, তৈরি করতে চাই।

উলুবেড়িয়ায় গাড়ির সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু দুই বাইক আরোহীর

হাওড়া, ১৩ নভেম্বর, (হি.স.) : আলোর উৎসবে নামল অন্ধকার। কালীপুজোর রাতে উলুবেড়িয়ায় জাতীয় সড়কের ওপর গাড়ির সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল দুই বাইক আরোহীর।

সূত্রের খবর, রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ দুর্ঘটনা ঘটে। উলুবেড়িয়া চেক পোস্টের কাছে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে কলকাতাগামী গাড়ির সঙ্গে উল্টোদিক থেকে আসা মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই বাইক আরোহীর।পুলিশের দাবি, ট্রাফিক আইন ভেঙে কলকাতামুখী লেন দিয়ে বাগনানের দিকে যাচ্ছিলেন দুই যুবক। তাঁদের মাথায় হেলমেট ছিল না। মৃত ২ জনই সাঁকরাইল থানার সারেঙ্গার বাসিন্দা। অন্যদিকে এয়ার ব্যাগ খুলে যাওয়ায় প্রাণে বেঁচে যান গাড়ির তিন সওয়ারি।

মঙ্গলবার একদিনের সফরে জয়পুরে আসছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন

জয়পুর, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : নির্বাচনী প্রচারের উদ্দেশ্যে মঙ্গলবার একদিনের সফরে জয়পুরে আসছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তিনি আগামীকাল দিল্লি থেকে রওনা হয়ে ১১.৫৫ নাগাদ জয়পুর বিমানবন্দরে পৌঁছোবেন। সেখানে বিজেপির আধিকারিকরা তাঁকে স্বাগত জানাবেন। এরপরে তিনি ১৬ সিভিল লাইনে বিজেপির মিডিয়া সেন্টারে সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেবেন দুপুর ১টা নাগাদ। কার্যক্রম অনুসারে, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জয়পুরের কিষাণপোল বিধানসভা প্রার্থী চন্দ্রমোহন বাটওয়ারার সমর্থনে খান্ডেলওয়াল গার্লস স্কুল সংসার চাঁদ রোডে ভাষণ দেবেন। এছাড়াও তিনি আদর্শ নগর বিধানসভা প্রার্থী রবির সমর্থনে ইউনিয়ারা হোটেল নারায়ণ সিং সার্কেলের ময়দানে কর্মী সম্মেলনে ভাষণ দেবেন। বিভিন্ন কর্মসূচি শেষে সন্ধ্যায় জয়পুর বিমানবন্দর থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হবেন তিনি।

জোড়া খুনের ঘটনায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি জয়নগরে

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৩ নভেম্বর, (হি.স.) : জয়নগরে জোড়া খুনের ঘটনায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কাকভোরে নমাজ পড়তে যাওয়ার সময়, বাড়ির কাছেই গুলি করে খুন করা হয় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতিকে। মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা।

তাড়া করে এক দুষ্কৃতীকে ধরে বেধড়ক মারতে শুরু করে উত্তেজিত জনতা। তাতে মৃত্যু হয় ওই হামলাকারীর। এরই মধ্যে অপর এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

কিন্তু তাতে জনতার রোষ প্রশমিত হয়নি। জোড়া খুনকে কেন্দ্র করে ভয়ঙ্কর উত্তেজনা ছড়ায়। সোমবার একের পর এক সিপিএম কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর হয়। লাগিয়ে দেওয়া হয় আগুন। বেধড়ক মারধর করা হয় মহিলাদের। অত্যাচার থেকে রেহাই পায়নি শিশুরাও।

প্রসঙ্গত, জয়নগরের বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন সইফুদ্দিন লস্কর (৪৩)। তিনি এলাকার তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির দায়িত্বও সামলাতেন। সইফুদ্দিনর স্ত্রী বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। সোমবার ভোর ৫টা নাগাদ নমাজ পড়তে যাওয়ার সময় তিনি গুলিবিদ্ধ হন। স্থানীয় সূত্রে খবর, দু'টি বাইকে চড়ে মোট পাঁচ জন দুষ্কৃতী এসেছিলেন। তাঁরা সইফুদ্দিনকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। গুলি লাগে তাঁর কাঁধে। রক্তাক্ত অবস্থায় সইফুদ্দিনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

রাতে মাটিতেই কম্বল পেতে শুতে হয়েছে মন্ত্রী বালুকে

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : রবিবার রাজ্যের বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে আনা হয় প্রেসিডেন্সি জেলে। সেখানেই কাটে তাঁর প্রথম রাত। জেলে মন্ত্রীর জন্য ছিল না কোনও খাটের ব্যবস্থা। মাটিতেই কম্বল পেতে শুতে হয়েছে তাঁকে। আদালত খাট দেওয়া সংক্রান্ত কোনও নির্দেশ না দিলে এ ভাবেই মেঝেতে কম্বলের উপর শুতে হবে বালুকে।

রেশন দুর্নীতি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) গ্রেফতার করেছে মন্ত্রীকে। গ্রেফতারি পর শারীরিক অসুস্থতার জন্য হাসপাতালে ছিলেন বালু। প্রেসিডেন্সি জেলের পয়লা বাইশ সেলে ঠাঁই হয়েছে তাঁর। প্রেসিডেন্সি জেলে সবথেকে বেশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে এই সেলে।

এই সেলেই রয়েছে এ রাজ্যের নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার অধিকাংশ অভিযুক্ত।

সূত্রের খবর, জ্যোতিপ্রিয়কে কারও সঙ্গে সেল ভাগ করতে হচ্ছে না। একাই থাকছেন তিনি। তবে সেলের মধ্যে টিভি, খাট, খবরের কাগজের মতো পরিষেবা নেই তাঁর জন্য। সেলের মধ্যে খবরের কাগজ আসে ঠিকই। কাগজ আলাদা করে দেওয়া হয় না। সেল ঘুরে ঘুরে কাগজ আসবে। অর্থাৎ এক জন একটি কাগজ পড়ল আরেক জন আরেকটি কাগজ অন্য সেল পড়ল। আবার সেটি অন্যের কাছে গেল। এ ভাবেই ভাগাভাগি করতে খবরের কাগজ পড়তে হবে বালুকে।

অভিযোগ উড়িয়ে মহুয়াকে তৃণমূলের কৃষ্ণনগর জেলার সভানেত্রী করা হল

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): পাখির চোখ চব্বিশের লোকসভা ভোট। তার আগে তৃণমূলের কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী করা হল মহুয়া মৈত্রকে। সোমবার দলীয় সূত্রে একথা জানানো হয়।

'ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন'' বিতর্কে মহুয়া মৈত্রকে নিয়ে প্রথমে নীরব থেকেছে তৃণমূল।

কিন্তু দিন যত গড়িয়েছে, এক এক করে মুখ খুলেছেন তৃণমূল নেতারা। মহুয়ার পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়রা আগেই মহুয়া মৈত্রর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

দলগতভাবে গত ৯ তারিখ নীরবতা ভেঙে কৃষ্ণনগরের সাংসদের পাশে দাঁড়ায় তাঁর দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। এবার নিজেদের আবস্থান আরও পরিষ্কার করে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। এথিক্স কমিটি সাংসদ পদ খারিজের সুপারিশ করলেও তৃণমূলে মহুয়া মৈত্রের পদোন্নতি করল তাঁর দল।

গোবর্ধন পুজোর শুভেচ্ছা—বার্তা মুখ্যমন্ত্রী চৌহানের, আহ্বান জানালেন পরিবেশ রক্ষার

ভোপাল, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : গোবর্ধন পুজো উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। শুভেচ্ছা বার্তার মাধ্যমে তিনি প্রকৃতির প্রতি শাশ্বত মূল্যবোধ বাঁচিয়ে পরিবেশ রক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন।

সোমবার সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ তাঁর শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন। তিনি এক্স-এ লেখেন, গোবর্ধন পুজোতে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা। পরিবেশের প্রতি সচেতনতার এই মহান উৎসব প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উৎসব। আসুন, আমরা সবাই সনাতনের মূল্যবোধকে আত্মস্থ করি এবং পাহাড়, নদী ও গাছের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধকে পরিমার্জিত করি এবং এই উৎসবের বার্তাকে জীবন্ত করে তুলি। [illegible]

কালীপুজোর রাতে সাগরপাড়ায় বড় আগুন

মুর্শিদাবাদ, ১৩ নভেম্বর, (হি.স.): কালীপুজোর রাতে সাগরপাড়া থানায় এলাকায়, বিধ্বংসী আগুন লাগে! সাগরপাড়ার একটি পরিবার বাজি ফাটানোর সময় ওই আগুন লাগে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। সাগরপাড়া থানার চকমথুরা এলাকায় রবিন মন্ডলের বাড়িতে আগুন লাগে। পাকা বাড়ির ছাদের ওপর পাট কাঠির পালা ছিল। বাজি ফাটানোর সময় আগুনের ফুলকি আচমকাই গিয়ে পড়ে সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায়।

বিধ্বংসী আকার ধারণ করলে বাড়ির লোকজন চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে গিয়ে জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু পুড়ে যায় হয়ে গেছে।

পরে খবর দেওয়া হয় দমকলকে। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে পাড়া প্রতিবেশীদের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে চকমথুরা এলাকার বাসিন্দারা। আগুনে বাড়িতে থাকা ৫০টি মুরগি,বাড়ির গম ধান রাই-সহ অন্যান্য জিনিসপত্র সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি বলে জানান প্রতিবেশীরা। ঘটনার খবর শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে যান জলঙ্গীর বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক।

বিহারের কাইমুরে পুকুরে ডুবে মৃত পাঁচ শিশু

পাটনা, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : বিহারে পুকুরে স্নান করতে নেমে অকালে প্রাণ হারাল পাঁচ শিশু। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার বিহারের কাইমুর জেলার করমচাট থানা এলাকার ধাভাপোখার গ্রামে পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে পাঁচ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। রিংকু দেবী নামক একজন সোমবার সকালে ধান কাটতে যায়। তাঁকে খাবার দেওয়ার জন্য পাঁচজন শিশু যায়। খাবার দেওয়ার পর তারা কুদারী গ্রামের মৌজায় ফকিরানা পুকুরে স্নান করতে নামে।

আচমকাই পাঁচ শিশু গভীর জলে তলিয়ে যায়। পুকুরে ডুবে যাওয়া তিন শিশুকে উদ্ধার করে গ্রামের মানুষজন। এরপর সবাইকে চেনারির কাছে তেলাদির একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাদের আবার কুদ্রায় নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা পাঁচজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

মৃত শিশুরা হল, অনুপ্রিয়া (১২ বছর), আংশুপ্রিয়া (১০ বছর), মধুকুমারী (৮ বছর), অপূর্ব কুমারী(৪), আমান কুমার(৪)।

ঝাড়খন্ডের গোড্ডায় যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনার কবলে, কমপক্ষে ১২ জন আহত

গোড্ডা, ১৩ নভেম্বর (হি. স.) : ঝাড়খন্ডের গোড্ডার পাথরগামা থানার কাছে যাত্রী ভর্তি একটি বাস উল্টে ১২ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক, যাদের সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাসে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ জন যাত্রী ছিল।

দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে জেলার পাথরগামা থানা এলাকায় পীরপাইন্টি প্রধান সড়ক এনএইচ-১৩৩-তে। যাত্রীবাহী বাসটি মন্ডল জাসিডিহ থেকে তিন পাহাড় যাচ্ছিল। এসময় যোগিনী স্থান বারকোপ মোড়ের কাছে হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি উল্টে যায়। ঘটনায় বাসের অনেক যাত্রী আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

পাথরগামা থানার ইনচার্জ গৌতম কাশ্যপ জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে একটি যাত্রীবাহী বাস। দুর্ঘটনার সময় বাসে ২৫ থেকে ৩০ জন যাত্রী

ছিল। যার মধ্যে অনেক যাত্রী সামান্য আহত হয়েছিল, এবং চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহত চারজনকে অ্যাম্বুলেন্সের করে গোড্ডা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সামান্য আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য পাথরগামা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।

'হল অব ফেমে' অরবিন্দ ডি সিলভা, শেহবাগ ও এদুলজি; ১৫ নভেম্বর সম্বর্ধনা ওয়ানখেড়ে স্টেডিয়াম

মুম্বই, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): আজ আইসিসির হল অব ফেমে জায়গা পেলেন তিন কিংবদন্তি ক্রিকেটার অরবিন্দ ডি সিলভা, বীরেন্দর শেবাগ ও ডায়ানা এদুলজি। এক বিবৃতিতে এ তিনজনকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা আজ জানিয়েছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসি। ১৯৯৬ বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার শিরোপা জয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন অরবিন্দ ডি সিলভা। সেবার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে করেছিলেন অনবদ্য এক সেঞ্চুরি। খেলেছেন ৯৩ টেস্ট আর ৩০৮ ওয়ানডে। টেস্টে ৬ হাজার আর ওয়ানডেতে ৯ হাজারের ওপরে রান করেছেন তিনি।

ভারতের ২০১১ র বিশ্বকাপ জয়ী বীরেন্দর শেবাগ। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে তাঁর রান ১৭ হাজারেরও বেশি। ভারতের হয়ে অবশ্য প্রথম বৈশ্বিক শিরোপা জিতেছিলেন ২০০৭ সালের প্রথম টি—টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। ভারতের হয়ে ১০৪টি টেস্ট, ২৫১ ওয়ানডে আর ১৯টি টি---টোয়েন্টি খেলেছেন শেবাগ। ভারতের আর এক মহিলা ক্রিকেটার ডায়ানা এদুলজির। ৩০ বছরের ক্যারিয়ারে খেলেছেন ২০ টেস্ট আর ৩৪ ওয়ানডে। আইসিসি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ১৫ নভেম্বর মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালের দিনই আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মানিত করা হবে এই তিন ক্রিকেটারকে।

প্রয়াত বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা ন'বারের সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া

হায়দরাবাদ, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : প্রয়াত হলেন বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা তথা বাঁকুড়ার ন'বারের সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া। সোমবার দুপুরে তেলঙ্গানার হায়দরাবাদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ মারা গিয়েছেন। বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। দীর্ঘ দিন ধরে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন এই সিপিএম নেতা। সিপিএমের বাঁকুড়ার প্রাক্তন সাংসদ তথা রেলওয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান বাসুদেব আচারিয়া। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্যও ছিলেন বাসুদেব আচারিয়া। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ ছিলেন তিনি। জানা গিয়েছে, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে আসানসোল জেলা গ্রন্থাগার সংলগ্ন সংহতি মঞ্চে একটি ভারতীয় জীবনবিমা নিগমের এজেন্টদের (আসানসোল ডিভিশন) দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয় রাজনীতি থেকে অনেকটাই দূরে ছিলেন সিপিএমের এই বর্ষীয়ান সাংসদ। মৃত্যুর খবরে শোকাহত তাঁর পরিবার এবং দলের সহকর্মীরা। দলের তরফেই সোশাল মিডিয়ায় তাঁর মৃত্যুর খবর জানানো হয়েছে।

হায়দরাবাদে আবাসন বহুতলে আগুনে মৃত ৯; অর্থ সাহায্যের ঘোষণা

হায়দরাবাদ, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): হায়দরাবাদে আবাসন বহুতলে বিধ্বংসী আগুন প্রাণ কাড়ল ৯ জনের। সোমবার হায়দরাবাদের নামপল্লীর বাজারঘাটের একটি অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে অবস্থিত স্টোরেজ গোডাউনে ব্যাপক আগুন লাগে। এই অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। অগ্নিকাণ্ডে আহত হয়েছেন ৩ জন। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে শিশু ও মহিলাদের। ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও। নিহতদের পরিজনদের প্রতি শোকজ্ঞাপন করে আহতদের সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সহায়তা প্রদানের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘটনাস্থলে গিয়ে তেলেঙ্গানার মন্ত্রী কে টি রামা রাও বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী কে সি রাও অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের প্রত্যেকের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে অর্থ সাহায্যের ঘোষণা করেছেন। এই ঘটনায় আহতদের ওসমানী জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।'

পুলিশ সূত্রে খবর, বহুতলের নীচের তলায় আগুন লাগে। সেখানে রাসায়নিক পদার্থ মজুত করা ছিল। এর ফলে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, নীচে গাড়ি মেরামত করা হচ্ছিল। তা থেকে স্ফুলিঙ্গ বার হচ্ছিল। এই স্ফুলিঙ্গ থেকেই আগুন লাগে বলে দাবি তাঁদের। ডিজি (ফায়ার সার্ভিস) নাগি রেড্ডি বলেছেন, 'বিল্ডিংটিতে বেআইনিভাবে রাসায়নিকের স্টোরেজ করা হতে পারে। বিল্ডিং-এর স্টিল্ট এলাকায় রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণ করা হয়েছিল এবং এই রাসায়নিকগুলির কারণে আগুন লেগেছিল। মোট ২১ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে, যার মধ্যে ৯ জন মারা গিয়েছেন, চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন কয়েকজন। সবাইকে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।' অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (আইন ও শৃঙ্খলা) বিক্রম সিং মান বলেছেন, 'সকালের দিকে আমরা আগুনের খবর পেয়েছিলাম, মোট ৯ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রায় ২-৩ জন আহত এবং চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

পরে ঘটনাস্থলে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিশান রেড্ডি। তিনি তেলেঙ্গানা সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে বলেছেন, 'তেলেঙ্গানা সরকার এই ধরনের ঘটনায় কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। আমি বারবার রাজ্য সরকারকে এই ধরনের গুদামগুলি শহরের বাইরে সরানোর জন্য বলেছি। এ ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব।

মেঘবালিকায় মা কালীর আরাধনা, পূর্ণ উৎসাহে সমাপ্তি তিন দিন ব্যাপী উৎসবের

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বারুইপুরের সন্নিকটে নবনির্মিত আবাসন ইডেন মেঘবালিকায় দুর্গাপুজোর পর কালীপুজোরও যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় আয়োজন করা হয়েছে। আবাসন প্রাঙ্গণে দেবী কালীর মূর্তি স্থাপন করে যথোচিত রীতি অনুযায়ী পূজার্চনা করা হয়। শনিবার সন্ধ্যায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেবী ভগবতীর মূর্তি স্থাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়।

রবিবার রাতে পুজো, যজ্ঞ, পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ইত্যাদির মাধ্যমে দেবী কালীকে যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় পুজো করা হয়। সোমবার ভোগ বিতরণ, দেবী বরণ ও বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে তিন দিন ব্যাপী এই উৎসব। দুর্গাপূজার মতো কালীপুজোতেও মেঘবালিকাবাসী পূর্ণ উৎসাহে অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানটি সফল করে তোলেন। উল্লেখ্য, এই বছরই মেঘবালিকাতে দুর্গাপুজোও সফলভাবে আয়োজন করা হয়েছিল। আবাসনে প্রথম বছরেই দু''টি বড় অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজনকে বড় প্রাপ্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

কোলেস্টেরল আর ট্রাইগ্লিসারাইড গলাতে দারুণ কার্যকরী এই আয়ুর্বেদ পানীয়

কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড, ডায়াবেটিস এসব আজকাল খুবই সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘরে ঘরে এখন এই সমস্যা জাঁকিয়ে বসেছে। প্রতি পরিবার পিছু একজন করে আক্রান্ত এই কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইডের সমস্যায়। কোলেস্টেরল একরকম মোমজাতীয় পদার্থ যা আমাদের রক্তেই থাকে। ভাল কোলেস্টেরল যেমন থাকে তেমনই খারাপ কোলেস্টেরলও থাকে।

আর এই খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে তখনই বেশি সমস্যা হয়। চর্বি যুক্ত খাবার বেশি খেলে তখনই কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যায়। এই কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়লেই ধমনীতে রক্ত প্রবাহ বাধা পায়। এর ফলে হার্ট অ্যার্টাক, স্ট্রোকের পাশাপাশি একাধিক সমল্যা হতে পারে। কোলেস্টেরল বাড়লেই হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে।

কোলেস্টেরল কমাতে যা কিছু করবেন নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম, শরীরচর্চা এসব করতেই হবে। সেই সঙ্গে একেবারে কম চর্বিযুক্ত খাবার, ফাইবার, ফল, শস্যদানা এসব বেশি করে খেতে হবে। একই সঙ্গে রক্তপরীক্ষায় কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড বাড়লে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে ভুলবেন না। সেই সঙ্গে মেনে চলতে পারেন আয়ুর্বেদের এই সমস্ত টোটকা। আমলা ও আদার রস- ট্রাইগ্লিসারাইড আর কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে খুব ভাল কাজ করে আদা ও আমলার জুস। ১০ মিলি আমলা জুস আর ৫.৫ মিলি আদার রস একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার রোজ সকালে খালিপেটে এই রস খেলে কাজ হবে। এছাড়াও রসুন, কারিপাতা, পেঁয়াজ, সজনের ফল আর ডাঁটা নিয়মিত ভাবে খেলেও কাজ হবে। এছাড়াও তিলের তেল, সরষের তেল ব্যবহার করুন রান্নায়। যদিও তেল মেপে খেতে হবে। কোলেস্টেরল আর ট্রাইগ্লিসারাইড গলাতে দারুণ কার্যকরী এই আয়ুর্বেদ পানীয় খুব ভারী কোনও খাবার খাওয়া চলবে না। কারণ বেশি গুরিপাক খাবার হজম করতে যেমন সময় লাগে তেমনই শরীরের উপরেও চাপ পড়ে। খিদে পেলে তখনই খাবেন তবে পেট ভরে খাবেন না। রাতে সহজপাচ্য খাবার খেতে হবে। খুব তেলঝাল, মশলাদার খাবার রাতে একেবারেই চলবে না।

কোলেস্টেরল বাড়ার আরও একটি অন্যতম কারণ হল কোনও রকম শরীরচর্চা না করা। আর তাই নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করতে হবে। সাইকেল চালান, সাঁতার কাটান যে কোনও একটা এক্সসারসাইজ ৩০ মিনিট করতেই হবে। এতে শরীর থেকে অতিরিক্ত টক্সিন বেরিয়ে যায়। নিয়মিত ভাবে হাঁটা, জিম, দৌড়নো এসব করতেই হবে। মানসিক চাপ কম করতে হবে। জীবনে নানা সমস্যা, স্ট্রেস থাকবেই। আর তাই স্ট্রেস এড়িয়ে চলতেই হবে। রোজ অন্তত ১০ মিনিট মেডিটেশন করুন। এতে মানসিক চাপ কমবে। কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে খুবই কাজে দেয় এই মেডিটেশন। টেনশন করলে হার্টের সমস্যা আসে, বাড়ে সুগারও।

শীতের ফলের ঝুড়িতে থাকে হরেক ফল তার মধ্যে শাঁকালু আর সবেদা কেন খাবেন?

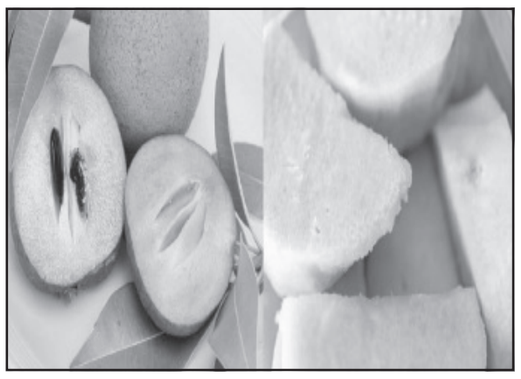

শীতে বাজার করতে সবচেয়ে বেশি মজা লাগে। বাহারি শাক-সবজি আর ফলে ভরে থাকে ঝুড়ি। যেদিকেই তাকানো যায় সেদিকেই রঙিন। গাজর, বিট, বিনস, ব্রকোলি, টমেটো, ক্যাপসিকাম, শিম এসব যেমন একদিকে থাকে তেমনই অন্যদিকে থাকে কমলালেবু, আপেল, পেয়ারা, ফুটি, আঙুর, ডালিম-সহ একাধিক ফল। শীত মানেই ফল আর ফুলের মেলা।

কমলালেবু ছাড়াও শীতকালে আরও যে সব ফল বাজার মাতিয়ে রাখে তা হল শাঁকালু, সবেদা। দেশী এই ফল খেতে যেমন ভাল তেমনই পুষ্টিগুণও অনেক। শীতের দিনে যে কোনও পুজোতেও ব্যবহার করা হয় এই সব ফল।

আগে সরস্বতী পুজোর প্রসাদে বাঁধাধরা থাকত এই শাঁকালু। এছাড়াও পৌষের শেষে নবান্নতে প্রসাদের টুকরো হিসেবে থাকবেই শাঁকালু। মাটির নীচে হওয়া সাদা এই ফলটি খেতে ভালবাসেন অনেকেই। অনেকের আবার মনে ভয় থাকে বেশি খেলে সুগার বাড়বে না তো! এমনিতেই আলু নিয়ে নানা চোরা সন্দেহ রয়েছে মনে। তায় যখন শাঁকালু তখন সন্দেহ যে আরও বেশি জটিল হবে এ বিষয়ে কোনও দ্বিধা নেই। সব মরশুমি ফলই খাওয়া উচিত। শীতের দিনে শাঁকালু কেন খাবেন?

শাঁকালুর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ অদ্রবণীয় ফাইবার। যা হজমে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে গ্যাস, অম্বলও হয় না। যাঁদের আইবিএস বা পেটের অন্যান্য কোনও সমস্যা রয়েছে তার জন্যেও খুব উপকারী হল শাঁকালু। শাঁকালুর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। যা অনেকক্ষণ পর্যন্ত পেট ভরিয়ে রাখে সেই সঙ্গে হজম করতেও সাহায্য করে। যে কারণে শীতের দিনে যদি শুধুমাত্র ফল ডায়েট করেন তাহলে শাঁখালু অবশ্যই খাবেন নিয়ম করে। এতে তাড়াতাড়ি ফ্যাট কমবে। অল্পেই পেট ভরে যাবে।

সবেদার মধ্যেও রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। সারা বছর পাওয়া গেলেও শীতে এই ফল পাওয়া যায় সবচাইতে বেশি। প্রাকৃতিক ভাবেই সবেদার মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ফ্রুকটোজ। এছাড়াও এই ফলের মধ্যে থাকে ভিটামিন এ, ই, সি, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স। যা চুল আর ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষাতেও খুব ভাল কাজ করে। এসব বাদ দিলেও সবেদা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের খুব ভাল উত। এছাড়াও সবেদা সহজপাচ্য। পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম আর ফসফরাসের খুব ভাল উত হল এই সবেদা। যে কারণে অন্য যে কোনও ফল খাওয়া হোক বা নাই হোক সবেদা, শাঁকালু অবশ্যই খাবেন।

শীতের সন্ধ্যায় ক্যাফে স্টাইলে কফি খেতে চান?

সারাবছর কফি পান করলেও শীতে এই পানীয়ের চাহিদা বেড়ে যায়। ঠাণ্ডায় শরীরকে গরম রাখতে সাহায্য করে কফি। তাছাড়া দিনের শুরুতে ব্ল্যাক কপি পান করলে কাজের এনার্জি পাওয়া যায়। আর শীতের রাতে এক কাপ ক্যাপুচিনো আর প্রিয় গল্পের বই পুরো মুডটাই বদলে দিতে পারে। কিন্তু বাড়িতে সব সময় ক্যাফের মতো ক্যাপুচিনো বানানো যায় না।

তার কারণ বাড়িতে এসপ্রেসো মেশিন নেই। সুতরাং, ফেনা যুক্ত ক্যাপুচিনো হয় না। তাছাড়া এভাবে কফিরও ঠিকঠাক স্বাদ পাওয়া যায় না। যাঁরা কফি লাভার তাঁরা যথারীতি নিরাশ হন। কিন্তু এমন নয় যে, আপনি রেস্তোরাঁর মতো ক্যাপুচিনো বাড়িতে বানাতে পারবেন না। সহজ টিপস মানলেই বাড়িতে বানানো যাবে ফেনা যুক্ত ক্যাপুচিনো। আর ক্যাপুচিনোর পাশাপাশি মোকা কফিও ট্রাই করতে পারেন।

ক্যাপুচিনো তৈরির রেসিপি-

যেহেতু এসপ্রেসো মেশিন ছাড়া ক্যাপুচিনো তৈরি করতে হবে তাই আগে থেকে দুধের ফেনা বানিয়ে নিন। প্রথমে ফুল ফ্যাট দুধ গরম করুন। ১ কাপ গরম ফুল ফ্যাট দুধ আলাদা করে রাখুন। আর গরম দুধের বাকি অংশ ব্লেন্ডারে দিলেই ফেনা হয়ে যাবে। এছাড়াও আপনি হ্যান্ড ব্লেন্ডারের সাহায্যেও দুধের ফেনা বানিয়ে নিতে পারেন। আর তা না হলে ওই ফুল ফ্যাট দুধ ফেটিয়ে দুধের ফেনা বানিয়ে নিতে হবে।

ক্যাপুচিনো তৈরি করার জন্য ভাল মানের কফি বেছে নিন। এবার ওই কফির লিকার বানিয়ে নিন। এবার এক বড় কাপ নিন। কাপের তিন ভাগের এক ভাগ কফির লিকার দিন। এবার বাকি অংশ গরম দুধ ঢেলে দিন। এবার উপর দিয়ে দুধের ফেনা দিয়ে নিন। ব্যস তৈরি আপনার ক্যাপুচিনো। এই একই উপায়ে ক্যাপুচিনো ছাড়াও আপনি এই শীতে মোকা কফি বানিয়ে নিতে পারেন। মোকা কফি তৈরির রেসিপি-

ক্যাপুচিনোর মতোই বাড়িতে মোকা কপি বানাতে অনেকেই ভয় পান। ক্যাফে না গেলে খুব একটা মোকা কফি খাওয়াও হয় না। কিন্তু মাত্র তিনটে উপকরণ এবং সহজ উপায়ে আপনি মোকা কপি বানিয়ে নিতে পারেন। এমনকী এই মোকা কফিও আপনি এসপ্রেসো মেশিন ছাড়া বানাতে পারেন। প্রথমে এসপ্রেসো বানিয়ে নিন। এর জন্যও ভাল মানের কফি ব্যবহার করুন। এবার এক ছোট কাপের এসপ্রেসো নিন। এবার এতে ডার্ক চকোলেটের গুঁড়ো মিশিয়ে দিন। এবার এতে ফেটানো ফুল ফ্যাট দুধ দিয়ে নিন। উপকরণগুলো একসঙ্গে মিশিয়ে নিলেই তৈরি যাবে মোকা কফি।

থাইরয়েড রয়েছে, রোজ ওষুধ খান? এই সব খাবার একেবারেই এড়িয়ে চলবেন

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের বুদ্ধি, বিকাশ এবং শারীরবৃত্তীয় নানা সমস্যার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হল থাইরয়েড হরমোন। থাইরয়েড গ্রন্থি গলার সামনে থাকে। মহিলারা এই সমস্যায় সবচেয়ে বেশি পড়ে। থাইরয়েড গ্রন্থির ক্ষরণ থেকে শরীরে বেশ কিছু জটিলতা দেখা দিতে থাকে। শরীরে যদি প্রয়োজনের তুলনায় কম থাইরয়েড হরমোন উতন্ন হয় তাহলে তা হল হাইপো থাইরয়েডিজম।

আর যদি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি থাইরয়েড হরমোন উতন্ন হয় তাহলে তা হল হাইপারথাইরয়েডিজম।

থাইরয়েডের সবচেয়ে পরিচিত সমস্যা হল হাইপোথাইরয়েডিজম। মহিলারা পুরুষদের তুলনায় বেশি এই সমস্যায় পড়েন। থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন -এর কারণেই এই সমস্যা বেশি হয়। থাইরয়েড গ্রন্থিতে প্রদাহজনিত সমস্যা হলে তাকে বলা হয় হাইপার থাইরয়েডিজম। এটিকে গ্রেভস ডিজিজও বলা হয়। অনেকের ক্ষেত্রে গয়টারের মত সমস্যাও আসে।

হাইপারথাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রে ওজন কমে যাওয়া, অতিরিক্ত ঘাম হওয়া, উদ্বেগ, ঘন ঘন মলত্যাগ, ঘুমোতে অসুবিধে, পেশীতে দুর্বলতার মত একাধিক সমস্যা দেখা যায়। এছাড়াও স্নান করতে গিয়ে দমবন্ধ হয়ে আসা, ঘুম একেবারেই না হওয়া, ক্লান্তি, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া এসবও হল থাইরয়েডের লক্ষণ।

থাইরয়েড হরমোনের পরিমাণ বাড়লে ক্লান্তি আসবেই। সেই সঙ্গে পেশীতে টান লাগা, জয়েন্টের ব্যথা, গলার স্বরে পরিবর্তন এবং মাত্রাতিরিক্ত চুল পড়তে থাকলে সাবধান হন। মেয়েদের ক্ষেত্রে যা হয় তা হল পিরিয়ডসের সমস্যা খুবই বেড়ে যায়। আর তাই সময় থাকতেই সতর্ক হতে হবে। বছরে অন্তত ২ বার থাইরয়েড পরীক্ষা করান। পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে কোনও বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলুন। তিনি যা পরামর্শ দেবেন সেই মতো চলুন। থাইরয়েডের ওষুধ নিজে থেকে খাবেন না বা খেতে থাকলে নিজে বন্ধ করে দেবেন না। এই ওষুধের নির্দিষ্ট ডোজ থাকে। তাই চিকিতক যেমন বলবেন সেভাবে ওষুধ খান। এছাড়াও থাইরয়েডের সমস্যা হলে যে সব খাবার একেবারেই এড়িয়ে চলবেন-

থাইরয়েড থাকলে ফুলকপি, বাঁধাকপি আর ব্রকোলি একেবারেই এড়িয়ে চলতে হবে। শীতে এই সব সবজিই বেশি পাওয়া যায় এবং তা শরীরের জন্যেও ভাল। তা সত্ত্বেও এড়িয়ে যান। সেই সঙ্গে তেল-মশলাদার খাবার, ভাজাভুজি, মিষ্টি, পাঁউরুটি, কেক, বাদাম এসবও বাদ দিতে হবে। এছাড়াও সামুদ্রিক মাছও একেবারেই এড়িয়ে চলতে পারলে ভাল।

শীতে রোজ এই ৫ সবজি খেলে গেঁটে বাত থাকবে নিয়ন্ত্রণে

শরীরে বিপাকীয় ক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয় পিউরিন। এই পিউরিনের পরিমাণ বাড়লে তখনই রক্তে বাড়ে ইউরিক অ্যাসিড। পিউরিন প্রাকৃতিক ভাবে শরীরে পাওয়া যায় তবে বেশ কিছু খাবার আর পানীয়তেও পাওয়া যায়। আর পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার বেশি খেলে শরীরে যেমন পিউরিনের পরিমাণ বাড়ে তেমনই বাড়ে ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যাও।

বিশেষত গেঁটে বাতের সমস্যা বাড়ে এই সব খাবার থেকে।

প্রস্রাবের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে আসে ইউরিক অ্যাসিড। ইউরিক অ্যাসিড প্রস্রাবের মাধ্যমে যখন বেরতে না পারে তখন তা কিডনিতে জমতে থাকে। সেই সঙ্গে জয়েন্টেও আটকে যায়। যেখান থেকে গাউটের সমস্যা হয়। গাউট হল এক ধরণের বাত। আর এই বাত হলে খুবই ব্যথা হয়। বিশেষত শীতকালে।

ইউরিক অ্যাসিড বাড়লেই এই সমস্যা বেশি হয়। শীতকালে ইউরিক অ্যাসিড বাড়লে জয়েন্টে ব্যথা, জয়েন্ট শক্ত হয়ে যাওয়া, নাড়াচাড়া করার ক্ষমতা কমে যায়। সেই সঙ্গে আক্রান্ত স্থানে লাল ফোলাভাব থেকে যায়। অনেক সময় ইউরিক অ্যাসিড ছোট ছোট কেলাসের আকার নিয়ে জমতে শুরু করে। এর ফলে কিডনিতে পাথর-সহ একাধিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

শীতকালে ইউরিক অ্যাসিডের ক্ষরণ বেড়ে যায়। ফলে জয়েন্টে ব্যথা, জয়েন্টে ফোলাভাব এসব বিশেষ ভাবে দেখা দেয়। সেই সঙ্গে বাতের উপসর্গও প্রকট হয়ে ওঠে। পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার খেলে এই সমস্যা আরও জটিল হয়। আর তাই শীতের প্রিয় কিছু খাবার থেকে দূরে থাকতেই হবে। নইলে দিনের পর দিন সমস্যা আরও বেশি জটিল আকার নিতে পারে। ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে থাকবে এই ডায়েট মেনে খাবার খেলে।

নিয়মিত ভাবে অ্যাসপারগাস খেতে পারলে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা থাকে নিয়ন্ত্রণে। আর তাই যে খাবারে ফাইবারের পরিমাণ বেশি সেই খাবার বেশি করে খান। পালং শাক ইউরিক অ্যাসিডের জন্য খুবই ভাল। এর মধ্যে পিউরিন খুব কম মাত্রায় থাকে। যার ফলে গাউটের সমস্যা হয় না। এছাড়াও পালং শাক আয়রনের খুব ভাল উত।

গাউটের সমস্যায় যাঁরা ভুগছেন তাঁদের জন্য খুব ভাল হলর ব্রকোলি। এর মধ্যে ভিটামিন সি বেশি পরিমাণে থাকে। আর তাই নিয়মিত ভাবে ব্রকোলি খেলেও শরীরের অনেক উপকার হয়। শীতে ব্রকোলি পরিমাণ মত পাওয়া যায়। ইউরিক অ্যাসিড রুখতে আরও একটি জনপ্রিয় খাবার হল শসা। শসার মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। সেই সঙ্গে শরীর থেকে ইউরিক অ্যাসিড বের করে দিতেও কাজে আসে শসা। আর তাই নিয়মিত ভাবে খেলে উপকার পাবেন।

ডায়াবেটিস প্রতিরোধে ৪০ শতাংশ কার্যকরী এই আয়ুর্বেদিক ভেষজ

ডায়াবেটিসের সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। রোজকার জীবনযাত্রা, অতিরিক্ত মশলাদার খাওয়া দাওয়া, অতিরিক্ত পরিমাণ ক্যালোরির খাওয়ার খাওয়া, ফাস্টফুড বেশি মাত্রায় খেলে সমস্যা বাড়বেই। যে পরিমাণ ক্যালোরির খাবার আমরা রোজ খাই তার তুলনায় কিছুই ঝরানোর সুযোগ থাকে না। সব মিলিয়ে চড়চড়িয়ে বাড়ছে রক্তশর্করা। শুধুমাত্র বয়স্কদের ক্ষেত্রে নয়, শিশুদের ক্ষেত্রেও জাঁকিয়ে বসছে এই সমস্যা। বিশ্বজুড়েই নীরব ঘাতকের মত থাবা বসাচ্ছে ডায়াবেটিস। কেন ডায়াবেটিস হয় তার সঠিক কোনও ব্যখ্যা নেই। তবে অগ্ন্যাশয় থেকে যে ইনসুলিন হরমোনের ক্ষরণ হয় সেই হরমোন যদি খুব কম ক্ষরিত হয় বা একেবারেই না হয় তাহলে সেখান থেকে দেখা দেয় একাধিক সমস্যা। এতেই বাড়তে থাকে রক্তশর্করার পরিমাণ। যে কারণে সব মানুষের উচিত বছরে দুবার রক্তপরীক্ষা করানো। সেই রিপোর্ট নিয়ে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন। তিনি যে ভাবে ওষুধ খেতে বলবেন বা চলতে বলবেন সেই ভাবেই চলুন। ওষুধের ডোজ নিজে থেকে ঠিক রকবেন না। পাশাপাশি ডায়েট, শরীরচর্চা, এসবও চালিয়ে যেতে হবে। আয়ুর্বেদিক চিকিতক মিহির খাত্রী ডায়াবেটিস রুখতে বিশেষ একটি ভেষজ খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। নিয়মিত এই ভেষজের সেবনে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকবেই। পরিবারের কারোর যদি ডায়াবেটিস থাকে বা নিজে যদি কোনও সমস্যায় ভোগেন তাহলে অবশ্যই রোজ চুমুক দিন এই পানীয়তে। এতে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কিছুটা হলেও কমবে। রক্ত শর্করার পরিমাণ যদি অনিয়ন্ত্রিত থাকে তাহলে দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, কিডনির সমস্যা, ঘন ঘন প্রস্রাব পাওয়া, মুখ শুষ্ক হয়ে যাওয়া এরকম একাধিক সমস্যা আসতে পারে। আর তাই নিজেকেই এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে খুব ভাল কাজ করে আমলা। আমলা আর কাঁচাহলুদ একসঙ্গে খেতে পারলে অনেক সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। বাজারে যে কাঁচা আমলকী পাওয়া যায় তা কিনে এনে আগে রস বের করে নিন। অন্তত ১০ মিলি রস বের করুন। এবার এতে এক চিমটে হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। রোজ সকালে খালিপেটে খান। ২ সপ্তাহ খেয়ে এক সপ্তাহ বন্ধ রাখুন। এরপর আবার ১ সপ্তাহ খান। এতেই কাজ হবে। যদি কোনও শারীরিক সমস্যা থাকে তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তবেই খান।

নিয়মিত ভাবে ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খেলে তবেই বশে থাকবে কোলেস্টেরল

শরীরে ভাল আর খারাপ এই দু রকম কোলেস্টেরলই থাকে। তবে এলডিএল কোলেস্টেরলের পরিমাণ কোনও মতেই বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। এই কোলেস্টেরল বাড়লে শরীরে একাধিক সমস্যা দেখা দেয়। আর তাই আগে থেকে সতর্ক থাকতে পারলে সবচাইতে ভাল। অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার খেলে সেখান থেকে কোলেস্টেরল বেড়ে গিয়ে শিরায় জমে যাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। স্যাচুরেটেড ফ্যাট আর ট্রান্স ফ্যাট বেশি পরিমাণে খেলে সেখান থেকেই কোলেস্টেরল বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়ে। মাখন, ঘি, মাংস, পনির, দুধ, আইসক্রিম এসবের মধ্যে ট্রান্স ফ্যাট বেশি পরিমাণে থাকে। আর এই খাবার নিয়মিত ভাবে খেলে উচ্চ ঘনত্বের লিপোপ্রোটিন কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়ে। কোলেস্টেরল একরকম আঠালো চটচটে পদার্থ। আর তা যদি শিরায় একবার জমতে থাকে তাহলে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে হার্টেও কম পরিমাণ রক্ত যায়। রক্তের প্রবাহ স্বাভাবিক না হলে তখনই রক্তচাপ বেড়ে যায়। স্ট্রোক, হার্ট অ্যার্টাকের সম্ভাবনা বেড়ে যায় তখন। আর তাই ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খেতে হবে। ফাইবার বেশি খেলে শরীর থেকে যাবতীয় টক্সিন এমনিই বেরিয়ে যাবে। আর তাই রোজ ১টা করে আপেল খেতে পারেন। একটা করে আপেল খেতে পারলে অনেক রোগ সমস্যা থাকবে দূরে। গাজরের মধ্যে ফাইবার আর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রচুর পরিমাণে থাকে। ১২৮ গ্রাম গাজরের মধ্যে ২.৪ গ্রাম দ্রবণীয় ফাইবার থাকে। আর তাই গাজর বেশি করে খেলে শরীরে কোনও রকম কোলেস্টেরল জমে না। এছাড়াও রোজ ভেজানো ছোলা, মটর এসব খেতে হবে। ওটস খান। এই সব খাবারের মধ্যে ফাইবার বেশি থাকে বলে পেট পরিষ্কার থাকে। আর কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থাকলে দিনের মধ্যে দুবার ইসবগুলের ভূষি খান। এতে পেটের সমস্যা থাকবে দূরে।

সবাইকে নিরাপদে উদ্ধার করাই অগ্রাধিকার, উত্তরকাশির টানেল পরিদর্শনের পর মন্তব্য ধামির

উত্তরকাশি, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): এক দিন অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, এখনও ভগ্ন সুড়ঙ্গে আটকে রয়েছেন ৪০ শ্রমিক। জলের পাইপ দিয়ে পাঠানো হচ্ছে অক্সিজেন, খাবার। এই পরিস্থিতিতে সোমবার উত্তরকাশি-যমুনোত্রী সড়কের ওপর সিল্কিয়ারা টানেলে উদ্ধার অভিযান খতিয়ে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। তিনি বলেছেন, 'উদ্ধারকাজের তৎপরতা এবং ধ্বংসাবশেষ অপসারণ দ্রুত চলছে, ভিতরে খাদ্য সামগ্রী পাঠানো হয়েছে, আমরা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলছি, তদন্ত চলছে, আমাদের অগ্রাধিকার হল সবাইকে নিরাপদে উদ্ধার করা।' মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি আরও বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, অন্যান্য সংস্থা এবং বিশেষজ্ঞরা ৪০ জন আটকে পড়া ব্যক্তিকে উদ্ধারে কাজ করছে। আমরা আটকে পড়া মানুষজনের পরিবারকে আশ্বস্ত করতে চাই, রাজ্য সরকার এবং প্রশাসন তাঁদের উদ্ধারের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছে।'

সোমবার সকালেই স্বস্তির বার্তা শোনান উত্তরকাশির সার্কেল অফিসার প্রশান্ত কুমার। উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশি জেলায় নির্মীয়মান টানেল ভেঙে পড়ার ঘটনায় সোমবার সকালে তিনি জানিয়েছেন, 'টানেলের ভেতরে আটকে রয়েছেন ৪০ জন। সবাই নিরাপদ রয়েছেন, আমরা অক্সিজেন ও জল সরবরাহ করছি।' তিনি আরও জানান, 'বর্তমান পরিস্থিতি হল, গতকাল (রবিবার) আমরা টানেলের ভিতরে আটকে পড়া মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছি। সবাই নিরাপদ, আমরা অক্সিজেন এবং জল সরবরাহ করেছি। আমরা টানেলের ভিতরে যাওয়ার জন্য পাশ দিয়ে পথ তৈরি করছি। যোগাযোগ স্থাপনের পর প্রায় ৪০ জন ভিতরে আটকে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।'

উল্লেখ্য, রবিবার উত্তরকাশি-যমুনোত্রী সড়কের ওপর সিল্কিয়ারা নির্মীয়মান একটি টানেল ভেঙে পড়ে। নীচে আটকে পড়েন বহু মানুষ। তাঁদের উদ্ধার করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম চালিয়ে যাচ্ছেন উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা। উত্তরকাশির সার্কেল অফিসার প্রশান্ত কুমার বলেছেন, 'আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা এখনও পর্যন্ত ১০ থেকে ১৫ মিটার ড্রিল করেছি, তবে আমাদের এখনও ৩০ থেকে ৪০ মিটার ড্রিল করতে হবে (যারা ভিতরে আটকে আছেন তাঁদের উদ্ধার করতে)।'

পুলিশের গাড়ির চাকায় পিষে মৃত্যু তিন যুবকের

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৩ নভেম্বর, (হি.স.): মহিলা আইসির গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু তিন বাইক আরোহীর। রবিবার সন্ধ্যার এই ঘটনায় সোমবার উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানার চারাতলা এলাকায় নাটাবেড়িয়ায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

পুজোর ছুটিতে বাড়িতে এসেছিলেন। কালীপুজোর সামগ্রী কিনতে বেরিয়ে অঘটন।

উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানার চারাতলা এলাকায় নাটাবেড়িয়া থেকে একটি পুলিশের গাড়ি আসছিল। মামুদপুরের দিকে যাওয়া একটি বাইকের সাথে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে পুলিশের গাড়ির। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইক আরোহী তিন যুবকের।

গুরুতর জখম হন পুলিশ গাড়িতে থাকা বনগাঁ মহিলা থানার আইসি অপরাজিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর গাড়িচালক। নিহতেরা হলেন তনু কীর্তনীয়া, সুজিত হালদার এবং অমিত মাঝি। তনু পঁচিশ বছর বয়সি। সুজিত এবং অমিত দুজনেই চব্বিশ বছর বয়সি। তাঁরা সকলেই গোপালনগর থানার পাঁচপোতার বাসিন্দা।

সূত্রের খবর, পুজোর ছুটিতে বাড়িতে এসেছিলেন তিন যুবক। কালীপুজোর কিছু সামগ্রী আনতে বাজারে যাচ্ছিলেন। সেই সময়েই অঘটন। নিহতদের পরিবার পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, আইসির গাড়িচালক মদ্যপ ছিল। তাই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ছত্তিশগড়ে বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যের উন্নতি হবে, যুব সমাজের স্বপ্নপূরণ হবে : নরেন্দ্র মোদী

মুঙ্গেলী, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): ছত্তিশগড়ে বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যের দ্রুত উন্নতি হবে, যুব সমাজের স্বপ্নপূরণ হবে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী তথা শীর্ষ বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী। সোমবার ছত্তিশগড়ের মুঙ্গেলীতে বিজেপির বিজয় সঙ্কল্প মহা জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে ছত্তিশগড়ের দ্রুত উন্নয়ন হবে। যুবসমাজের স্বপ্নপূরণ হবে। এখানকার মাহতারি বোনদের জীবন সহজ হয়ে যাবে। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'কংগ্রেসের ''বিদায়''-এর কাউন্টডাউন এখন শুরু হয়েছে... সেই সমস্ত কংগ্রেস নেতাদের বিদায়ের সময় এসেছে যারা আপনাদের ৫ বছর ধরে লুট করেছে। রাজ্যের জনসাধারণ রাজ্য থেকে কংগ্রেসের ''বিদায়''-এর জন্য বেশি আগ্রহী... জনগণ আর কংগ্রেস চায় না।'কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'ছত্তিশগড়ে যখন কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়েছিল, তখন আড়াই বছরের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদে চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু প্রথম আড়াই বছরে মুখ্যমন্ত্রী এতটাই লুটপাট করেছেন এবং এতটাই দুর্নীতি করেছেন যে বিপুল পরিমাণ লুটপাট করা অর্থ জমা করেছেন। সময় এসেছে, এবার কংগ্রেসের খারাপ শাসনের অবসান ঘটবে, নির্বাচনের প্রথম পর্বের পরে এটা নিশ্চিত ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস হেরে যাবে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'ভোট ব্যাঙ্ক ও তোষণের লোভে কংগ্রেস যা খুশি করতে পারে। কংগ্রেস দলিত, ওবিসি এবং আদিবাসীদের বিশ্বাসকেও সম্মান করেনি। স্বাধীনতার এত দশক পরও এখনও যদি দেশে কেউ দরিদ্র হয়, তার জন্য একমাত্র দোষী কংগ্রেস। ''গরীবি হটাও'' স্লোগানের কয়েক দশক পরেও দেশের দলিত, ওবিসি ও আদিবাসীরা গরীব, তাহলে দোষী একমাত্র কংগ্রেসই।'

দীপাবলির আনন্দ বিষাদে পরিণত

ডিমাপুর, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : রবিবার রাতে নাগাল্যাণ্ডে দীপাবলির বাজি ফেটে ও আগুন লেগে একই পরিবারের ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর জেলার নাহারবাড়ি এলাকায় বাজি থেকে আগুন লেগে তিনজন শিশু সহ একটি পরিবারের পাঁচ সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার একজন পুলিশ আধিকারিক এ কথা জানিয়েছেন। রবিবার রাত ১০.৪৫ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, আগুন খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার ফলেই বিপত্তি বাঁধে। ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস-এর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, দীপাবলি উদযাপনের সময় আতশবাজি থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়। অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় ৫০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ছটি দমকল ইঞ্জিন প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নেভায়।

অষ্টম ব্যালন ডি'অর জয়ী মেসির হাতে উঠল আরেকটি পুরস্কার

মায়ামি, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): বিশ্বকাপ জয়ের পর লিওনেল মেসি বলেছিলেন আমার আর কিছু চাওয়া-পাওয়ার নেই। কিন্তু বিশ্বকাপের পর এখনও ভালো খেলে চলেছেন তিনি। তাই তো এখনও একের পর এক পুরস্কার জিতেই চলেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। কিছুদিন আগেই মেসির হাতে উঠেছে অষ্টম ব্যালন ডি'অর। এবার মেসি জিতলেন আরেকটি পুরস্কার। ২০২৩ মরসুমে ইন্টার মায়ামির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতলেন মেসি। ২০২৩ মরশুমের 'মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার' বা এমভিপি হিসেবে মেসির নাম আজ ঘোষণা করেছে মায়ামি।

উল্লেখ্য এই মরসুমে ক্লাবের হয়ে প্রথম ১৪ ম্যাচে করেছেন ১১ গোল, আরও ৮ গোলে আছে সহায়তা। মেসির এই নৈপুণ্যে ভর করে ইন্টার মায়ামি পেয়েছে নিজেদের ইতিহাসে প্রথম শিরোপা। মায়ামিকে লিগস কাপের সেই শিরোপা জেতাতে টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ ১০ গোল করেন মেসি। হন টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ও।

কলকাতায় ফের দুর্ঘটনায় প্রাণহানি

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): কলকাতায় ফের পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু। সোমবার সকালে বেলগাছিয়ায় গাড়ির ধাক্কায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও তিন জন। পুলিশ সূত্রে খবর, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি দোকানে ঢুকে পড়ে গাড়িটি। মৃত্যু হয়েছে দোকানদারের। সোমবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ দুর্ঘটনা ঘটে। একটি গাড়ি ইউ-টার্ন নিয়ে আরজি কর হাসপাতালের দিকে এগোচ্ছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, সেই সময়ই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বেলগাছিয়া মোড়ে একটি দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়ে গাড়িটি। ঘাতক গাড়ির চালককে আটকে রাখেন স্থানীয়রা। দুর্ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়দের একাংশ। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আটক করা হয়েছে গাড়ির চালককে।

পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮১ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮১ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৭ ডলার। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, সোমবার রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোল ছিল ৯৬.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৯.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৬.৩১ টাকা, ডিজেল ৯৪.২৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা, ডিজেল ৯২.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০২.৬৩ টাকা। ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে, ব্রেন্ট ক্রুড সপ্তাহের প্রথম দিনে ০.৭৪ ডলার বা ০.৯১ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৮০.৬৯ ডলারে লেনদেন করছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ৭৬.৪৪ এ লেনদেন করছে, ০.৭৩ বা ০.৯৫ শতাংশ কমে।

জয়নগরে তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক অশান্তি

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): সোমবার একের পর এক সিপিএম কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর হয়। লাগিয়ে দেওয়া হয় আগুন। বেধড়ক মারধর করা হয় মহিলাদের। অত্যাচার থেকে রেহাই পায়নি শিশুরাও। জয়নগরে তৃণমূল নেতা খুনে ফিরল বগটুই স্মৃতি। অগ্নিগর্ভ দক্ষিণ ২৪ পরগনার দলুয়াখাঁকি। আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে গিয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী। দমকলের একাধিক ইঞ্জিন আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। গ্রামের মহিলারা পুকুর থেকে জল তুলে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে এক অভিযুক্তকে পিটিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগও উঠেছে। তবে পুলিশ সেই মৃত্যুর কথা এখনও নিশ্চিত করেনি। জয়নগরের বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন সইফুদ্দিন লস্কর (৪৩)। তিনি এলাকার তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির দায়িত্বও সামলাতেন। সইফুদ্দিনর স্ত্রী বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। সোমবার ভোর ৫টা নাগাদ নমাজ পড়তে যাওয়ার সময় তিনি গুলিবিদ্ধ হন। স্থানীয় সূত্রে খবর, দু'টি বাইকে চড়ে মোট পাঁচ জন দুষ্কৃতী এসেছিলেন। তাঁরা সইফুদ্দিনকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। গুলি লাগে তাঁর কাঁধে। রক্তাক্ত অবস্থায় সইফুদ্দিনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

তেলেঙ্গানার মন্ত্রী ইন্দ্র রেড্ডির সঙ্গে যুক্ত ১৫টি স্থানে আয়কর দফতরের অভিযান

হায়দরাবাদ/নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : হায়দরাবাদের ১৫টি জায়গায় হানা দিয়েছে আয়কর বিভাগ।

সোমবার আয়কর দফতরের দল হায়দরাবাদের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালাচ্ছে। সরকারি সূত্র জানিয়েছে, তেলেঙ্গানার মন্ত্রী সবিতা ইন্দ্র রেড্ডির আত্মীয়দের বাড়িতে হানা দিয়েছে আয়কর দফতর। গাছিবাউলিতে একটি অ্যাপার্টমেন্টে বসবাসকারী প্রদীপ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে হানা দিয়েছে আয়কর আধিকারিকদের একটি দল।

প্রদীপ তেলেঙ্গানার মন্ত্রী সবিতা ইন্দ্রের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। এছাড়াও, আয়কর দল রেড্ডির অন্যান্য আত্মীয়দের বাড়ি ও অফিসে অভিযান চালাচ্ছে। বর্তমানে ১৫টি জায়গায় আয়কর দফতরের অভিযান চলছে। প্রসঙ্গত, চলতি মাসের শেষের দিকে তেলেঙ্গানায় বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হওয়ার কথা। তার আগে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এবং আয়কর দফতরের দলগুলি রাজ্যে ক্রমাগত অভিযান চালাচ্ছে।

জনতা দর্শনে মানুষের সমস্যার কথা শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী, দিলেন সমাধানের আশ্বাস

গোরক্ষপুর, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে সোমবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মানুষের সমস্যার কথা শুনে তা সমাধানের নির্দেশ দেন। তিনি জনতা দর্শন কর্মসূচিতে আসা মানুষজনকে তাদের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশ্বাস দেন। দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য আধিকারিকদের নির্দেশও দেন যোগী।

তিনি স্বয়ং গোরক্ষপুর মন্দির কমপ্লেক্সের মহন্ত দিগ্বিজয়নাথ স্মৃতি ভবনে মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন।তাদের সমস্যার কথা শুনে দ্রুত সমাধান করা হবে বলে আশ্বাস দেন। তিনি উপস্থিত প্রশাসনিক আধিকারিকদের সমস্যা সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দেন। তিনি সবাইকে আশ্বস্ত করেন যে সকলের সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান করা হবে। আধিকারিকরা নিজেরাই এতে আগ্রহ নেবেন এবং আপনাদের কথা পুরোপুরি শুনে আইনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করবে। যাদের আবাসন সমস্যা আছে তাদের সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে আবাসন দেওয়া হবে। গুরুতর রোগের চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। কারও জমি অবৈধ দখল করতে দেওয়া হবে না। ভূমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধেও কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রতিবারের মতো সোমবারও বহু মানুষ রোগের চিকিৎসায় আর্থিক সহায়তার জন্য এসেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী তাদের আশ্বাস দেন যে মুখ্যমন্ত্রীর ডিসক্রিশনারি ফান্ড তাদের চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সাহায্য করবে।

জনতা দর্শনে পরিবারের সঙ্গে আসা শিশুদের তিনি আশীর্বাদ করেন। তাদের চকলেটও দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাদের প্রচুর পড়াশোনা করতে অনুপ্রাণিত করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

আন্দুলে শালিমার-পুরী এক্সপ্রেসে 'আগুন' আতঙ্ক, ধোঁয়া দেখে আতঙ্কিত যাত্রীরা

হাওড়া, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): হাওড়ার আন্দুলে শালিমার-পুরী ধৌলি এক্সপ্রেসে 'আগুন' আতঙ্ক। ট্রেনের কামরায় ধোঁয়া দেখে ভয়ে নেমে পড়েন যাত্রীরা। ধোঁয়ার সঙ্গে আগুনের স্ফুলিঙ্গও দেখা যায়। তবে বিপদ গুরুতর নয়। কিছু ক্ষণের মধ্যেই সমস্যার সমাধান করা গিয়েছে বলে জানিয়েছেন রেল কর্তৃপক্ষ। সোমবার সকালে শালিমার স্টেশন থেকে পুরীর উদ্দেশে রওনা দেয় ধৌলি এক্সপ্রেস ট্রেন। আন্দুল স্টেশনের কাছে ট্রেনের তিন নম্বর কামরা থেকে হঠাৎ ধোঁয়া বার হতে দেখেন কয়েক জন যাত্রী। মুহূর্তে খবর ছড়িয়ে পড়ে।

যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। ট্রেনে আগুন লেগে গিয়েছে বলে মনে করেন তাঁরা। কামরায় ধোঁয়ার সঙ্গে আগুনের স্ফুলিঙ্গও দেখা যায়। কিছু ক্ষণের মধ্যে ট্রেনটি থেমে যায় এবং যাত্রীরা অনেকেই ট্রেন থেকে নেমে পড়েন।

খবর পেয়ে রেলের ইঞ্জিনিয়ারেরা ঘটনাস্থলে যান। ট্রেনটিতে যে যান্ত্রিক ত্রুটি হয়েছিল, তা দ্রুত মেরামত করে দেন তাঁরা। তার পরেই ট্রেন আবার চলতে শুরু করে।

ট্রেন চলাচল খুব বেশি ক্ষণের জন্য ব্যাহত হয়নি। রেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, ট্রেনে আগুন লাগেনি। এটি কোনও গুরুতর ঘটনাও নয়। ট্রেনটিতে যে সমস্যা হয়েছিল, তা হল 'ব্রেক বাইন্ডিং'। এর ফলে ট্রেনের ব্রেক আটকে যায়। চাকার সঙ্গে তার ঘর্ষণে ধোঁয়া এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তৈরি হয়।

বিরসা মুণ্ডার জন্মবার্ষিকীতে ১৫ নভেম্বর খুন্তিতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

রাঁচি, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : বিরসা মুণ্ডার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আগামী ১৫ নভেম্বর ঝাড়খণ্ডের খুন্তি জেলায় যাওয়ার কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিরসা মুণ্ডার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে খুন্তিতে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ১৫ নভেম্বর উলিহাতুর বিরসা ওডায় বিরসা মুণ্ডার মূর্তিতে মাল্যদান করবেন। বিরসা মুণ্ডার বংশধরদের সঙ্গেও দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রী। সরকারি কর্মসূচি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। খুন্তির জেলা প্রশাসক লোকেশ মিশ্র জানিয়েছেন, খুন্তির দুটি স্থানে প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি রয়েছে। উলিহাতুতে অল্প সময় কাটিয়ে প্রধানমন্ত্রী খুন্তির বিরসা কলেজ ফুটবল স্টেডিয়ামে জনসভায় ভাষণ দেবেন। ঝাড়খণ্ড রাজ্য জুড়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনতে আসবেন। স্টেডিয়ামে সেই প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছে। ২৫ থেকে ৩০ হাজার মানুষের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্মসূচির জন্য নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। এসপিজি উলিহাতু থেকে হেলিপ্যাডসহ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এসপিজি জানিয়েছে, ১৫ নভেম্বর সকাল সাড়ে ৮টায় দিল্লি থেকে রাঁচির উদ্দেশে রওনা দেবেন প্রধানমন্ত্রী। দেড় ঘণ্টা পর তিনি রাঁচি বিমানবন্দরে পৌঁছোবেন। প্রধানমন্ত্রী সকাল ১০.২০ থেকে ১০.৩৫-এর মধ্যে উলিহাতুতে বিরসা মুণ্ডার মূর্তিতে ফুল দেবেন। এরপর বিরসা মুণ্ডার পৈতৃক বাড়িতে মুণ্ডার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রী।

রাঁচিতে ট্রাক ও বাসে ''রহস্যজনক'' আগুন, পুড়ল দু'টি বাহনই

রাঁচি, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে রবিবার গভীর রাতে ''রহস্যজনকভাবে'' আগুন ধরে গেল একটি ট্রাক ও বাসে। আগুনে দু''টি বাহনই পুড়ে গিয়েছে। ধুরওয়া থানা এলাকার প্রভাত তারা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাক ও বাসে হঠাৎ আগুন লেগে বিপত্তির সৃষ্টি হয়। স্থানীয়রা ট্রাক ও বাস থেকে আগুনের শিখা দেখতে পেয়ে পুলিশ ও দমকল বিভাগকে খবর দেয়।

খবর পেয়ে দমকল বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। তবে ততক্ষণে বাস ও ট্রাকের অধিকাংশ অংশই পুড়ে গিয়েছে। কিভাবে আগুন লেগেছে তা এখনও জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশের অনুমান, দীপাবলি উপলক্ষে কিছু অসামাজিক ব্যক্তি এই ঘটনা ঘটিয়েছে। তবে এই ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

হায়দরাবাদের নামপল্লীতে স্টোরেজ গোডাউনে আগুনে মৃত ৬

হায়দরাবাদ, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): হায়দরাবাদে বিধ্বংসী আগুন প্রাণ কাড়ল ৬ জনের। সোমবার হায়দরাবাদের নামপল্লীর বাজারঘাটের একটি অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে অবস্থিত স্টোরেজ গোডাউনে ব্যাপক আগুন লাগে। এই অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। অগ্নিকাণ্ডে আহত হয়েছেন ৩ জন। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে শিশু ও মহিলাদের। ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও। নিহতদের পরিজনদের প্রতি শোকজ্ঞাপন করে আহতদের সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সহায়তা প্রদানের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পুলিশ সূত্রে খবর, বহুতলের নীচের তলায় আগুন লাগে। সেখানে রাসায়নিক পদার্থ মজুত করা ছিল। এর ফলে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, নীচে গাড়ি মেরামত করা হচ্ছিল। তা থেকে স্ফুলিঙ্গ বার হচ্ছিল। এই স্ফুলিঙ্গ থেকেই আগুন লাগে বলে দাবি তাঁদের। ডিজি (ফায়ার সার্ভিস) নাগি রেড্ডি বলেছেন, 'বিল্ডিংটিতে বেআইনিভাবে রাসায়নিকের স্টোরেজ করা হতে পারে। বিল্ডিং-এর স্টিল্ট এলাকায় রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণ করা হয়েছিল এবং এই রাসায়নিকগুলির কারণে আগুন লেগেছিল। মোট ২১ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে, যার মধ্যে ৬ জন মারা গিয়েছেন, চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন কয়েকজন। সবাইকে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।'

রামপিয়ারি রামের মৃত্যুতে শোক মমতার

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : প্রবীন তৃণমূল নেতা রামপিয়ারি রামের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, ''তৃণমূল কংগ্রেসের একজন প্রবীণ নেতা, এবং কলকাতা পুরসভার একজন সিনিয়র কাউন্সিলর এবং প্রাক্তন বিধায়ক। রাম প্যারে রাম-এর মৃত্যুতে আমি শোকাহত। রাম সারা জীবন মানুষের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর পরিবার, বন্ধু ও সমর্থকদের প্রতি সমবেদনা। তাঁর আত্মা শান্তিতে বিশ্রাম পাক। প্রসঙ্গত, বার্ধক্যজনিত নানা রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন রামপেয়ারি রাম। রবিবার বেলা ১১টা ৭ মিনিট নাগাদ তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

শলিগুড়ির শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে ভয়াবহ আগুন, বিপুল ক্ষয়ক্ষতির শঙ্কা

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): ভয়াবহ আগুন লাগল শিলিগুড়ির শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে। রবিবার রাত ৯টা নাগাদ মার্কেটের মোমো গলির পাশের রাস্তায় প্রথমে একটি কাপড়ের দোকানে আগুন লাগে। সেখান থেকেই আগুন ছড়িয়ে যায় পাশের আরও কয়েকটি দোকানে। ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেকগুলি দোকান। পাশে আরও বেশ কিছু কাপড়ের দোকানেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

অগ্নিকাণ্ডের সময় দোকানগুলি বন্ধ ছিল বলে জানা গিয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৩টি ইঞ্জিন। এলাকায় ব্যপক উত্তেজনা তৈরি হয়। দমকল কর্মীদের পাশাপাশি স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। ভিড় জমাতে থাকেন প্রচুর মানুষ। দীপাবলির রাতে কী কারণে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল, তা জানা যায়নি। অগ্নিকাণ্ডে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

তামিলনাড়ুর কুনুরে ঘরে ঢুকে পড়ল চিতা, প্রায় ১৭ ঘন্টা কাটিয়ে ফিরে গেল বন্যপ্রাণী

কুনুর, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): চিতাবাঘ যে মানুষকে আক্রমণ করে, সেই বিষয় নিঃসন্দেহ সবাই জানেন। এবার তেমনই অভিজ্ঞতার সাক্ষী হলেন তামিলনাড়ুর নীলগিরির কুনুরের ব্রুকল্যান্ডস এলাকার একটি বাড়ির সদস্যরা। রবিবার একটি চিতার কবলে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। ৬ জনকে আক্রমণ করে সেই চিতা। প্রায় ১৭ ঘন্টা বাড়িতে কাটিয়ে ফিরে যায় বন্যপ্রাণীটি। রবিবার সকালে একটি চিতা নীলগিরির কুনুরের ব্রুকল্যান্ড এলাকায় একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ে এবং ৬ জনকে আক্রমণ করে। চিতাবাঘটি ১৫ ঘন্টারও (প্রায় ১৭) বেশি সময় ধরে বাড়ির ভিতরে ছিল এবং রবিবার গভীর রাতে পালিয়ে যায়।

শ্যামা মায়ের আরাধনায় মেঘবালিকা

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বারুইপুরের সন্নিকটে নবনির্মিত আবাসন ইডেন মেঘবালিকাম দুর্গাপুজোর পর কালীপুজোরও যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় আয়োজন করা হয়েছে। আবাসন প্রাঙ্গণে দেবী কালীর মূর্তি স্থাপন করে যথোচিত রীতি অনুযায়ী পূজার্চনা করা হয়। শনিবার সন্ধ্যায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেবী ভগবতীর মূর্তি স্থাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। রবিবার রাডে পুজো, যন্ত্র, পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ইত্যাদির নাহাল দেবী কালীকে যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় পুজো করা হয়। সোমবার ভাগে বিভরণ, দেবী বরণ ও বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। তিন দিন ভাগী এই উৎসব। দুর্গাপূজার মতো কালীপূজোতেও মেঘবালিকাবাসী পূর্ণ উৎসাহে অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠান সফল করে তোলেন। উল্লেখ্য, এই বছরই মেঘবালিকার দুর্গাপুজোও সফলভাবে নায়োজন করা হয়েছিল। আবাসনে প্রথম সহ অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজনকে বড্ড প্রামি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

১৪ জন বাংলাদেশী

● **প্রথম পাতার পর** বাংলাদেশি কয়েকজন রেলে করে দিল্লি যাওয়ার পরিকল্পনায় ছিল বলে জানা গেছে। আটককৃত বাংলাদেশিদের বর্তমানে সাব্রুম থানাতে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তবে যতদূর খবর রাজ্যের গোয়েন্দার শাখার ব্যর্থ থাকে কাজে লাগিয়ে ত্রিপুরা মানব পাচারের করিডোর হয়ে উঠেছে বলে মনে করছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন টিম।ধৃত বাংলাদেশিদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে বহু তথ্য বের হয়ে আসতে পারে বলে ধারণা করছে পুলিশ। এদিকে জানা যায় ধৃত ১৪ জন বাংলাদেশী নাগরিককে অবৈধ ভাবে রাজ্যে নিয়ে আসার সাথে জড়িত ক্রাইসু মগ, আথুভাই মগ ও খোকা ত্রিপুরা। তাদের বাড়ি বৈষ্ণবপুর সীমান্ত এলাকায়।এই তিন মানব পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে সাবরুম থানার পুলিশ। তাদের সাথে আরও বেশ কয়েকজন জড়িত রয়েছে বলে জানা গেছে। আটক বাংলাদেশি নাগরিকদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শিশুও রয়েছে। সাব্রুম থানার ওসি জানান ১৪ জন বাংলাদেশি নাগরিকের মধ্যে ৪ জন শিশু রয়েছে। বাংলাদেশি নাগরিক আটকের পাশাপাশি তিন মানব পাচারকারিকে আটক করা হয়েছে। তিন জনের মধ্যে দুই জন মহিলা রয়েছে। আরও দুইজন পলাতক রয়েছে। ধৃত পাচারকারিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি পলাতক বাকি দুই জনকেও গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চলছে বলে জানান তিনি। পুলিশ ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে জানতে পেরেছে ধৃতরা দিল্লিতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রাজ্যে এসেছে। শুধু মাত্র সাব্রুম সীমান্ত নয়, রাজ্যের সোনামুড়া সহ আরও বেশকিছু সীমান্ত এলাকা দিয়ে প্রতি নিয়ত চলছে অবৈধ অনুপ্রবেশ। আর এই সকল সীমান্ত এলাকা ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন স্থানে মানব পাচার করা হয়, ইতিমধ্যে তা কেন্দ্রীয় তদন্তকারি সংস্থার তদন্তে উঠে এসেছে। যা উদ্বেগের বিষয়। এখন দেখার আরক্ষা দপ্তর অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে আগামী দিনে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

হাসিনা

● **প্রথম পাতার পর** 'আমাদের স্মার্ট জনগোষ্ঠী হবে, স্মার্ট সরকার হবে, স্মার্ট অর্থনীতি হবে, স্মার্ট সমাজ হবে। জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ করে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ আমরা তৈরী করে দিয়ে যাব,' বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামীতে নির্বাচনের সময় একটা বিষয়ে সকলকে নজর রাখতে হবে-বিএনপি জানে যে ২০০৮ সালের নির্বাচনে তারা মাত্র ৩০টি সিট পেয়েছিল এবং তাদের নেতা নেই মুন্ডুহীন একটা দল। একজন পলাতক আসামী আর একজন সাজাপ্রাপ্ত হয়ে কারাগারে। সেই দল এদেশে নির্বাচন হতে দিতে চায় না। দেশে একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে চায়।তিনি বলেন, কেউ যদি এভাবে গাড়িতে আগুন আর মানুষকে আগুন দিয়ে পোড়াতে চেষ্টা করে ঐ হাত সেই আগুনে পুড়িয়ে দেবেন। আর উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দেবেন যাতে এদেশের মানুষের কোন ক্ষতি করতে আর কেউ সাহস না পায়।'আমি দেখেছি সেই পোড়া মানুষগুলোর দুরাবস্থা, চোখে পানি রাখা যায় না,' বলেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওদের মধ্যে মনুষত্ববোধ নেই। দেখেছি একজন পুলিশ সদস্যকে কিভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে। যে গরিব মানুষ, চাকরি করতো। কিভাবে সাংবাদিকদের বেদম পিটিয়েছে। কাজেই ঐ ধরনের ঘটনা যেন আর ঘটাতে না পারে।তিনি বলেন, প্রত্যেক এলাকায় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা মানুষের নিরাপত্তা দেবেন। আইনশৃংখলা রক্ষাকারি সংস্থার পাশে থেকে আপনারাও মানুষের নিরাপত্তা দেবেন, সেটাই আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। আরো বক্তৃতা করেন, শেখ হেলাল উদ্দিন এমপি, শেখ সালাউদ্দিন জুয়েল এমপি, শেখ সারহান নাসের তন্ময় এমপি প্রমুখ। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি ও খুলনার মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক। সমাবেশে যোগদানের আগে প্রধানমন্ত্রী খুলনা বিভাগের বিভিন্ন সরকারি দফতরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় যোগ দেন।

জনসভাকে কেন্দ্র করে সমগ্র খুলনা মহানগরী যেন উৎসবের নগরী হয়ে ওঠে এবং প্রধানমন্ত্রীর আগমনে স্থানীয় জনগণের পাশাপাশি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উৎসবমুখর পরিবেশে দলে দলে সমাবেশে যোগ দেয়। সকাল থেকে বিভিন্ন ব্যানার, প্লাকার্ড, ফেস্টুন হাতে নানা রঙের পোশাক পরে শ্লোগানে শ্লোগানে চারদিক মুখরিত করে দলে দলে লোক সমাবেশস্থল সার্কিট হাউজ মাঠে আসতে থাকে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে সমগ্র এলাকাটি এক বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

বদলে যাওয়া বাংলাদেশে তাঁর সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার ৮ লাখ ৪১ হাজার গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ ঘর ও জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কারণ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাংলায় একটি মানুষও যেন গৃহহীন না থাকে। ১০ কোটির ওপর মানুষ সামাজিক নিরাপত্তাবলয়ের উপকারভোগী। ১ কোটি মানুষকে পারিবারিক কার্ড দিয়ে সুলভে নিত্যপণ্য ক্রয় করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। সারাদেশে সাড়ে ৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে চিকিৎসা সেবাসহ ৩০ প্রকারের ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, '৯৬ সালে এই কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার পর ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ দেশি-বিদেশি চক্রান্তে জনগণের ভোট পেয়েও ক্ষমতায় আসতে না পারলে খালেদা জিয়ার সরকার সেগুলো বন্ধ করে দেয়। কারণ, এখানে চিকিৎসা নিয়ে নাকি এরা সবাই নৌকায় ভোট দেবে। কিন্তু এখানে চিকিৎসাতো কোন দল দেখে দেওয়া হয় না, সাধারণ মানুষ সবাই চিকিৎসা পাচ্ছে। তিনি একে বিএনপি'র 'চিন্তার দৈন্যতা' ও 'হীনমন্যতা' বলেও উল্লেখ করেন।তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলেই জনগণের উন্নয়ন হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বিএনপি-জামায়াত জানে শুধু সন্ত্রাসি কর্মকান্ড। তাদের কাজই হচ্ছে আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে মারা।তিনি ২৮ অক্টোবর পিটিয়ে পুলিশ হত্যা ও ৪৫ জন পুলিশকে আহত করা, তাদের সংবাদ সংগ্রহে যাওয়া সাংবাদিকদের নির্যাতন, প্রধান বিচারপতির বাসভবন ও জাজেস কমপ্লেক্সে হামলা, পুলিশ হাসপাতালে হামলা ও অ্যাম্বুলেন্সে অগ্নিসংযোগ, মহিলা আওয়ামী লীগের মিছিলে হামলা করে মহিলাদের ওপর নির্যাতন এমনকি অন্তস্বত্তা মহিলাকে বহনকারি অ্যাম্বুলেন্সে হামলা করাকে ফিলিস্তিনের নিরীহ জনগণের ওপর ইসরাইলের আগ্রাসনের সঙ্গে তুলনা করেন।তিনি বলেন, এদের মধ্যে এতটুকু মনুষত্যবোধ আছে বলে আমি মনে করি না। এভাবে মানুষ পোড়ানো তারা শুরু করেছিল ২০১৩ ও ১৪ সালে নির্বাচন বানচালের জন্য। যখন তারা হাজার হাজার মানুষকে পুড়িয়েছে। হাজার হাজার গাড়ি, রেল, লঞ্চ, ভূমি অফিস, সরকারি অফিস, স্কুল, বিদ্যুৎ কেন্দ্র এমনকি নির্বাচনের সময় ভোট কেন্দ্র পুড়িয়ে দিয়েছিল। নির্বাচন তারা ঠেকাতে পারে নাই কারণ জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।

অগ্নি সন্ত্রাসিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করে তিনি বলেন, খুনী ও দৃস্কৃতিকারি দল যারা আগুন দিতে যাবে তাদের ধরিয়ে দিলে ২০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। যাতে এভাবে তারা মানুষকে পুড়িয়ে মারতে না পারে। আর যারা এভাবে আগুন দিয়ে মানুষ মারে তাদের কোন ছাড় দেওয়া হবে না।

তাঁর করে দেওয়া ডিজিটাল বাংলাদেশের সুযোগ নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় আর বিভিন্ন মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ও পলাতক বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, রাজনীতি করবে না বলে মুচলেকা দিয়ে পালিয়ে গিয়ে লন্ডনে অবস্থানকারি এসব আগুন সন্ত্রাস আর পুড়িয়ে মানুষ হত্যার হুকুমদাতা।তিনি প্রশ্ন রাখেন এরা কারা, এরা কি বাংলাদেশ চায়, না দেশের ধ্বংস চায়? আওয়ামী লীগের ২১ হাজার নেতা-কর্মী হত্যা এবং ২০০১ সাল পরবর্তী বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাস-নৈরাজ্য আর মানুষ হত্যার কথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দেন।এদের চরিত্র কোনদিনও বদলাবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে অনেক ওয়াদা করে যায়। খালেদা জিয়া এই খুলনায় নির্বাচনের আগে ওয়াদা করেছিল বন্ধ সব শিল্প কারখানা চালু করবে। কিন্তু নির্বাচিত হবার পর সব চালু শিল্প কারখানা বন্ধ করে দেয়, এমনকি মোংলা বন্দর পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল।কাদের উস্কানিতে আজকে তৈরী পোশাক শ্রমিকরা আন্দোলন করছে সে প্রশ্ন রেখে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন এই তৈরী পোশাক শ্রমিকদের বেতন ৮শ টাকা থেকে '৯৬ পরবর্তী তাঁর সরকার ১৬শ' টাকা করে যায়। যেটাও বিএনপি সরকার বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটায়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালের পর টানা তিন মেয়াদে যথাক্রমে ৩ হাজার ২শ', ৫ হাজার ৩শ' এবং ৮ হাজার ৩শ' টাকা করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। যা বর্তমানে ৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি করে ১২ হাজার ৫শ' টাকা করা হয়েছে।তিনি বলেন, এটাতো বেসরকারি খাত। তবু তাঁর সরকার গার্মেন্টস মালিকদের ধরে এটা করিয়েছে শ্রধু শ্রমিকদের কল্যাণের কথা চিন্তা করে।আন্দোলনের নামে ১৯টি কারখানা ভাংচুর করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এদের সঙ্গে কারা আছে সেটাই এখন দেখা দরকার।

আইনজীবি

● **প্রথম পাতার পর** গা ঢাকা দিয়েছিল। অবশেষে রবিবার পুলিশের কাছে খবর আসে ঘটনার অন্যতম অভিযুক্ত আইনজীবী গোপাল সিং — কে তার বাড়ির আশেপাশে দেখা গেছে। সেই মোতাবেক পুলিশ অভিযান চালিয়ে আইনজীবী গোপাল সিং-কে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানায় বাকী অভিযুক্তরা পলাতক রয়েছে। তবে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছে পুলিশ। বাকীরা সহসাই ধরা পড়বে। মৃত মুহুরী অমিত আচার্জীর পিতা ন্যায় বিচারের আশায় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ দাবী করেন। সোমবার গ্রেপ্তার আইনজীবী গোপাল সিং-কে আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী উঠেছে।

যুবকের

● **প্রথম পাতার পর** রাতে সিদ্দিক মেলাঘর বাজার থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। মেলাঘর-উদয়পুর সড়কের মোহনভোগের কালাপানিয়া মন্দির সংলগ্ন এলাকায় উদয়পুরের দিক থেকে আসা একটি ওএনজিসির গাড়ি সিদ্দিকের বাইকে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত হয়েছেন সিদ্দিক। দমকল কর্মীরা তাকে উদ্ধার করে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেছে। এদিকে ঘাতক গাড়িটিকে আটক করেছে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

করিমগঞ্জের বৈঠাখাল কালীমন্দিরে ভক্তকুলের উপচে পড়া ভিড়, পুজো দিলেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু

পাথারকান্দি (অসম), ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : কালীপুজোকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ভক্ত সমাবেশে মুখরিত হয়ে পড়েছিল করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা বৈঠাখালের জাগ্রত কালিমাতার মন্দির।এ উপলক্ষ্যে এলাকার বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল মন্দিরে এসে মায়ের পুজো দিয়েছেন। পাশাপাশি মন্দিরের প্রধান বাবাজি ভীমসেন পাটিশর্মার সঙ্গে মন্দিরের উন্নয়নকল্পে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ শেষে তাঁর আশীর্বাদ নেন বিধায়ক। পরে তিনি শ্যামা মায়ের কাছে বৃহত্তর এলাকাবাসীর সুখ-শান্তি সমৃদ্ধিও কামনা করেন।জানা গেছে, প্রতিবছরের মতো এবারও শক্তির আরাধ্যা দেবী কালীমাতার পুজোকে ঘিরে নতুনভাবে সেজে উঠেছে পাথারকান্দি বৈঠাখালের জাগ্রত কালিমাতার মন্দির। রবিবার সকাল নয়টা থেকে মায়ের মূল পীঠস্থানে ওঠার মূল গেট খুলে দেওয়া হয়। দর্শনার্থীরা পাহাড়ের উপর গিয়ে ভগবতী দেবীর পুজো দিয়ে নীচে নেমে মন্দিরে মাতৃ দর্শন করে পুজো দেন। এর আগে সকাল থেকেই জোর কদমে চলে পুজোর প্রস্তুতি।

শ্যামা মায়ের আরাধনায় যাতে কোনও ত্রুটি না হয়, তার জন্য প্রস্তুতি ছিল ব্যাপক। বরাক উপত্যকা এবং সংলগ্ন ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মায়ের অজস্র ভক্ত ভিড় জমিয়েছেন মন্দিরে। তবে এবার ঠাকুর দর্শনের স্থানে পাকা সিড়ি হওয়ায় দর্শনার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দাবি করছে মন্দির পরিচালন কমিটি।এ প্রসঙ্গে মন্দির পরিচালন কমিটির সম্পাদক সেবক সিনহা জানান, প্রায় ৩০ বছর আগে যখন গাড়ির সংখ্যা কম ছিল তখন স্থানীয় লোকজন পায়ে হেঁটে বাজারহাট করতেন। এমন-কি স্কুল-কলেজ পড়ুয়াদেরও পায়ে হেঁটে চলাচল করতে হত। তখন এই এলাকায় জনবসতি খুবই কম ছিল। বৈঠাখাল বাজার পেরিয়ে গির্জাঘরে যাওয়ার আগে সড়কের পূর্বদিকে একটি বিশাল আকৃতির পাহাড় ছিল।পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে ধাবমান অসম ও ত্রিপুরার জীবনরেখা বলে পরিচিত ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যখন লোকজন যাতায়াত করতেন, তখন এই পাহাড় থেকে প্রায় সময় একটা বিকট আওয়াজ শুনতে পেতেন লোকজন। পাহাড়ের ঠিক নীচে জাতীয় সড়কের পাশে টিন দিয়ে একটি ছোট মন্দির বানানো ছিল। লোকজন আসা-যাওয়া করতে সেখানে ভক্তি প্রণাম নিবেদন করতেন।পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে সুদূর হিমালয় থেকে এক সিদ্ধপুরুষ এই পাহাড়ের ওপর গভীর জঙ্গলে এসে ধ্যান শুরু করেন। কিছুদিন পর জানা যায় তাঁর নাম ভীমসেন পাটিশর্মা। তিনি হিমালয় পাহাড়ে ধর্মীয় শিক্ষা সমাপ্ত করে অসমে আসেন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। এছাড়া আরও জানা গেছে, মায়ের ডাকে বৈঠাখালের এই পাহাড়ে তিনি আসেন।অনেক সময় দেখা গিয়েছে, মশা, পোকামাকড়ের কামড়ে রক্তাক্ত অবস্থায়ও তিনি ধ্যানমগ্ন থাকতেন। সব থেকে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, ওই পাহাড়ে আগে মানুষ উঠতে ভয় পেতেন। এক সময় এই পাহাড়ে অনেক জীবজন্তুর পাশাপাশি বাঘও ছিল। গবাদি পশু গেলে আর ফিরে আসার কোনও আশঙ্কা ছিল না।

এই সিদ্ধপুরুষ নির্ভয়ে সেখানে বসে ধ্যান করতেন। অনেকদিন ধ্যান করার পর তিনি স্বপ্নাদেশে এই জায়গায় কালী মায়ের মন্দির নির্মাণ করার আদেশ পান। ঠিক পরের দিন থেকেই এখানে মন্দির নির্মাণের কাজ তিনি শুরু করে দেন। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় জনগণ সহ অনেক ভক্ত মনোযোগ দিয়ে গুরুত্ব সহকারে যোগদান করেন মন্দির নির্মাণের কাজে।

খুন তৃণমূলের পঞ্চায়েতের সদস্য

জয়নগর, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : বাড়ির কাছে মসজিদে নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় দুষ্কৃতীদের অতর্কিত হামলায় খুন হলেন জয়নগর থানার অন্তর্গত বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য সাইফুদ্দিন লস্কর(৪৩)। তিনি আবার বামনগাছি অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি।মৃত সাইফুদ্দিন লস্করের স্ত্রী সেরিফা বিবি লস্কর আবার ওই বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের পঞ্চায়েতের প্রধান।গুলির শব্দ শুনেই লোকজন ছুটে আসে এবং তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে জয়নগর এক নম্বর ব্লকের পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালি জানান দুটি বাইকে মোট চারজন এসেছিলেন। একজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। একজন মারা গিয়েছে। স্থানীয় জনতার দাবী তারা পিটিয়ে মেরেছেন। যদিও পুলিশ জানিয়েছে কি কারণে মৃত্যু তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুটি দেহই এদিন ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। এদিকে ঘটনার খবর পেয়েই পদ্মেরহাট হাসপাতালে ছুটে আসেন স্থানীয় বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার তৃণমূলের বিধায়ক বিভাস সরদার। বিভাস বাবুর দাবি এই খুনের ঘটনায় দুষ্কৃতীরাই খুনের ঘটনা ঘটিয়েছে আর পুলিশ এখনও পর্যন্ত দু"জনকে ধরতে পেরেছে। হাসপাতালে আসেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। তিনি এই খুনের দায় চাপান বিজেপি ও সিপিএমের উপরে। আরেক তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লা জানান লোকসভা ভোটে জামানত বাজেয়াপ্ত হবে জেনেই এই খুন পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে। বামনেতা সুজন চক্রবর্তী জানান তৃণমূলের নিজেদের গন্ডগোলের জেরেই এই খুন। বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয় এই খুনের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।অন্যদিকে এই ঘটনার জেরে হামলা চালানো হয় বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের দোলুয়াখাঁকি নস্কর পাড়া এলাকায়। একদল দুষ্কৃতি ২০/২৫ টি বাড়িতে ভাঙচুর, লুঠ, মহিলাদের মারধোর করে ও হুমকি দেয়। বাড়ি থেকে সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। তাই নয় বেছে বেছে শুধুমাত্র সিপি(আই) এম কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে ভাঙচুর ও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় তৃণমূলের নেতাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ।ঘটনার তদন্তে জয়নগরের বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের শুট আউটের ঘটনাস্থল মরিশ্বর বাঙাল বুড়ির মোড় পরিদর্শন করলেন এডিজি সাউথ বেঙ্গল সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, ডিআইজি প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ আকাশ মাঘারিয়া। ঘটনাস্থলে এসে সাধারণ বাসিন্দা, পুলিশ সুপার, জয়নগর থানার আইসির সাথে কথা বলেন। তিনি আশ্বাস দেন ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে খুনিদের ধরবেন। তদন্তের স্বার্থে সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বেশ কয়েকটি মোবাইল উদ্ধার হয়েছে। তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সি আইডির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি। পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণেই এই খুন। এরসাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এলাকা থমথমে থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

মণ্ডপ চত্বরে বোমাবাজি আতঙ্ক এলাকায়

দিনহাটা, ১৩ নভেম্বর (হি. স.) : কোচবিহারের দিনহাটা-২ ব্লকের হোকদহ গ্রামে কালীপুজো মণ্ডপ চত্বরে বোমাবাজি! মণ্ডপ চত্বর থেকে উদ্ধার হল তাজা বোমা। সোমবার দুপুরে ঘটনাকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে দয়ার সাগর ক্লাবের সামনে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মোটরবাইকে চেপে দুষ্কৃতীরা এসে বোমাবাজি করে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমাটি উদ্ধার করে। ঘটনার জেরে রীতিমতো ক্ষুব্ধ পুজো উদ্যোক্তারা। তাঁরা মেলা বন্ধের হুশিয়ারি দিয়েছেন। পুজো কমিটির কর্মকর্তা গৌর দাস বলেন, 'বাড়িতে ছিলাম। হঠাৎ করে বোমার শব্দে বেরিয়ে আসি। পুলিশ আশ্বাস না দিলে মেলা বন্ধ রাখা হবে।' বোমা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে বিজেপি-তৃণমূল রাজনৈতিক তর্জা।

দিনহাটা-২ ব্লকের অন্যতম বড় পুজো আয়োজন করে হোকদহ গ্রামের দয়ার সাগর ক্লাব। এবার তারা দিল্লির লালকেল্লার আদলে পুজো মণ্ডপ তৈরি করেছে। পাশাপাশি বসেছে মেলাও। রবিবার সন্ধ্যায় পুজোর উদ্বোধন করেন কে

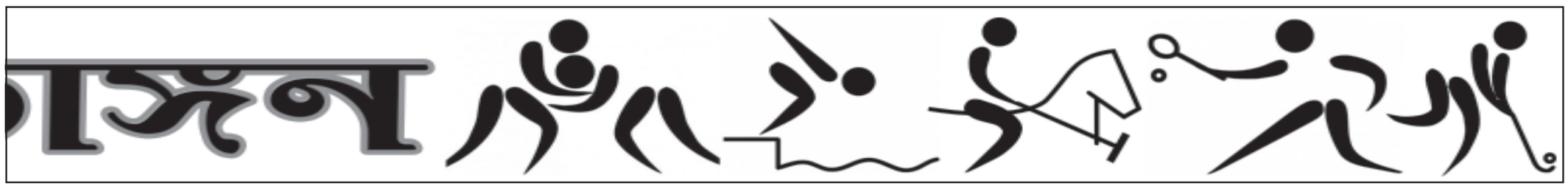

কোচ বিহার ট্রফি : রাজ্যদল প্রস্তুত চন্ডিগড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। রাজ্য দল প্রস্তুত। চন্ডিগড় এর উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে আগামীকাল। দ্বীপজয়ের নেতৃত্বাধীন ২২ সদস্য বিশিষ্ট রাজ্য দল প্রথম তিনটি ম্যাচের জন্য প্রস্তুত চূড়ান্ত। ডেপুটি দেবাংশু দত্ত। শিবিরে ডাক পাওয়া ৪০ জন ক্রিকেটার থেকে সিলেকশন ট্রায়ালের মাধ্যমে অনূর্ধ-১৯ কোচ বিহার ট্রফির জন্য ত্রিপুরা দল গঠন করা হয়েছে। গত ৯ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার ঘোষিত এই রাজ্য দল মূলতঃ প্রথম তিনটি ম্যাচের জন্য। ১৭ নভেম্বর থেকে আসর শুরু করবে ত্রিপুরা। চন্ডিগড়ে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ চন্ডিগড়। ম্যাচ শেষে রাজ্য দল নাগপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। ২৪ নভেম্বর দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ বিদর্ভ। ম্যাচটি হবে নাগপুরে। দ্বিতীয় ম্যাচের শেষে রাজ্য দল চলে যাবে গোয়াতে। ১ ডিসেম্বর ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ গোয়া, ম্যাচটি হবে সেনগুইমে, ৮ ডিসেম্বর থেকে প্রতিপক্ষ মুম্বাই এবং ১৫ ডিসেম্বর থেকে প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব। শেষ দুটি ম্যাচ ত্রিপুরা খেলবে আগরতলায়। আগামীকাল চন্ডিগড় এর উদ্দেশ্যে রওনা দিতে প্রস্তুত রাজ্য দলের ক্রিকেটাররা হলো : দ্বীপজয় দেব (অধিনায়ক এবং উইকেট রক্ষক), দেবাংশু দত্ত (সহ অধিনায়ক এবং উইকেট রক্ষক) দীপঙ্কর ভাটনগর, প্রীতম দাস, শশীকান্ত বিন, অভিক পাল, প্রিয়াঙ মিত্র, সপ্তজিৎ দাস, আয়ুষ অনিল দেবনাথ, ধৃতিমান নন্দী, দেবজিৎ সাহা, শায়ন সাহা, সম্রাট বিশ্বাস, অর্কজিৎ রায়, রাকেশ রুদ্রপাল, বিশাল সিনহা, আজহারউদ্দিন আহম্মেদ, দ্বীপায়ন দাস, সুমিত যাদব, দেবতনু পাল, তন্ময় সরকার, আকাশ রায়। কোচ: ডি ভিনসেন্ট বিনয় কুমার, সহকারি কোচ: জয়ন্ত দেবনাথ, অনুপম দে, ট্রেণার উত্তম দে, ফিজিও রাজেশ কুমার মোদক এবং ভিডিও অ্যানালাইসিস্ট শুভেন্দু ভট্টাচার্য, ম্যানেজার কাম অবজারভার জয়দেব সাহা, লজিস্টিক ম্যানেজার নারায়ণ শীল।

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় দ্বিতীয় এশিয়ান টেনিস টুর্নামেন্ট জমজমাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। মূল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে আজ, সোমবার থেকে। কোয়ালিফাইং রাউন্ডের খেলা শুরু হয়েছিল শনিবার থেকে। ১২ নভেম্বর ত্রিপুরার নতুন রাজ্যপাল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় এশিয়ান অনূর্ধ ১৬ র‍্যাঙ্কিং টেনিস টুর্নামেন্ট ২০২৩ ইতিমধ্যেই রাজ্য টেনিস কমপ্লেক্স, মালঞ্চা নিবাস ও টেনিস সেন্টার, দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্স, বাধারঘাটে শুরু হয়েছে। ত্রিপুরার রাজ্যপাল নাল্লু ইন্দ্রসেনা রেড্ডি, ১২ নভেম্বর রবিবার এই মর্যাদাপূর্ণ চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধন করেছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছিলেন যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড় প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, আইএএস - সচিব ক্রীড়া ও যুব পরিষেবা এবং সচিব, ত্রিপুরা সরকারের মুখ্যমন্ত্রী, পরিবহন ও পর্যটন বিভাগ সচিব উত্তম কুমার চাকমা, ওএনজিসি ত্রিপুরা এসেট চিফ জেনারেল ম্যানেজার এম এস বি এ খান, স্পোর্টস ডিরেক্টর সত্যব্রত নাথ, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা কমল দে, ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের সভাপতি বিধান রায়, সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়, সাধারণ সম্পাদক এবং অন্যান্যরা। স্বাগত বক্তব্য দেন সুজিত রায় যেখানে তিনি দীপাবলির এমন একটি শুভ দিনে রাজ্যপালকে তাঁর সদয় উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ জানান, যা চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিনও হয়ে ওঠে। রাজ্যপাল নাল্লু ইন্দ্রসেনা রেড্ডিও অংশগ্রহণকারীদের পাশাপাশি তাদের পিতামাতা এবং প্রশিক্ষকদের জন্য কিছু সদয় এবং উৎসাহজনক কথা বলেছেন। অন্ধ্র প্রদেশ, দিল্লি, আসাম, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, কর্ণাটক, উত্তর প্রদেশ, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, ত্রিপুরা, মধ্যপ্রদেশ, বিহার সহ বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সহ ভারত ও নেপাল থেকে ৪০ জন প্রতিভাবান খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। ভারত থেকে সমস্ত বাছাই করা খেলোয়াড়রা প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল, এখানে উল্লেখ্য যে প্রতিবেশী দেশ নেপালের দুই খেলোয়াড় শাশ্বত ভজরাচার্য এবং দর্শিল শ্রেষ্ঠাও শেষ ১৬-এ জায়গা করে নিয়েছে। ভজ্রচার্য সুতাভ্যা কর্মকারকে দীর্ঘ ৭-৬, ১-৬, ৬-৩ এ হারিয়েছে। যেখানে শ্রেষ্ঠা ৫-৭, ৬-০, ৭-৫-এ সমানভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অবনদীপ চৌধুরীকে হারিয়েছে। প্রতিযোগিতা পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন এশিয়ান ফেডারেশন এর প্রবীণ কুমার নায়েক।আগামীকাল সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী পর্যায়ে ম্যাচগুলো শুরু হবে।

অনূর্ধ-১৫ গার্লস রাজ্যদল প্রস্তুত ছত্তিশগড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। গার্লস ক্রিকেটারদের ত্রিপুরা দল প্রস্তুত। আগামীকাল-ই রাজ্য দল রওনা হচ্ছে ছত্তিশগড়ের উদ্দেশ্যে। জাতীয় আসরে সবচেয়ে ক্ষুদে ক্রিকেটারদের টুর্নামেন্ট। অনূর্ধ ১৫ জাতীয় গার্লস ক্রিকেট। রাজ্য দল সম্পূর্ণ প্রস্তুত। পারমিতার নেতৃত্বাধীন ২০ সদস্যের রাজ্য দলের অনেকেই প্রথমবারের মতো জাতীয় আসরে অংশ নিতে যাচ্ছে। ডেপুটি সায়ন্তিকা নমঃ দাস। শিবিরে ডাক পাওয়া ২৬ জন ক্রিকেটার থেকে সিলেকশন ট্রায়ালের মাধ্যমে অনূর্ধ-১৫ জাতীয় গার্লস ক্রিকেটের জন্য ত্রিপুরা দল ১০ নভেম্বর শুক্রবার চূড়ান্ত করা হয়েছে। এই রাজ্য দল মূলতঃ টুর্নামেন্টের গ্রুপ লীগের পুরো পাঁচটি ম্যাচ-ই খেলবে। ১৭ নভেম্বর থেকে আসর শুরু করবে ত্রিপুরা। ছত্তিশগড়ের ভিলাইতে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ আয়োজক মধ্যপ্রদেশ। ১৯ নভেম্বর দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ সৌরাষ্ট্র।

তৃতীয় ম্যাচ ২১ নভেম্বর উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে। চতুর্থ ম্যাচ কেরালার বিরুদ্ধে ২৩ নভেম্বর। গ্রুপ লীগের পঞ্চম তথা অন্তিম ম্যাচ ২৫ নভেম্বর হরিয়ানার বিরুদ্ধে। আগামীকাল রওয়ানা দিতে প্রস্তুত রাজ্য দলের ক্রিকেটাররা হলো : পারমিতা চক্রবর্তী (অধিনায়ক) সায়ন্তিকা নমঃ দাস (সহ অধিনায়ক ও উইকেট রক্ষক) পূর্ণিমা দেবনাথ, মিষ্টু মালাকার, মধুমিতা সরকার, দীপা নমঃ দাস, অমৃতা দাস, দীপিকা পাল, অসীমা সরকার, অঙ্কিতা তাঁতি উড়িয়া, রুমা সরকার (উইকেট রক্ষক), নন্দিতা দাস, রিয়া সরকার, রেবিকা নোয়াতিয়া, ইন্দ্রা বড়ুয়া, পল্লবী মাগর, পায়েল ত্রিপুরা, সুস্মিতা তেলী, দিয়া দাস, চন্দ্রা দেব। সাপোর্ট স্টাফ সৌমিত্র গোপ ম্যানেজার কাম অবজারভার, সুমন দেবনাথ লজিস্টিক ম্যানেজার, নারায়ণ চন্দ্র দেব কোচ, অনুপ কুমার দাস কোচ, হিরালী দেববর্মা ফিজিও, অচিন্ত্য চক্রবর্তী ট্রেনার। নির্বাচিত খেলোয়ার সহ সংশ্লিষ্ট সকলে আজ, সোমবার যথারীতি এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করেছে।

ফিলিপাইন্সে এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে ৭০টি সোনা সহ ২১৫ পদকে শীর্ষে ভারত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। নজীর গড়লো ভারত। ফিলিপিন্সে অনুষ্ঠিত এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায়। রবিবার শেষ হয় আসর। তাতে একমাত্র দেশ হিসাবে ২০০ এর বেশী পদক জয় করে ভারত। চীন, জাপান, স্বাগতিক দেশ ফিলিপিন্সকে পেছনে ফেলে ওই দেশে বিজয় পতাকা উড়ালেন ভারতীয় অ্যাথলিট-রা। ওই দেশের ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে ঝড় তুলে ৭০ টি স্বর্ণপদক ৬৩ টি রৌপ্য পদক সহ ২১৫ টি পদক জয় করেন ভারতীয় অ্যাথলিট-রা। ৫৮ টি স্বর্ণ পদক, ২৫ টি রৌপ্য পদক সহ ১০১ টি পদক জয় করে জাপান দ্বিতীয় স্থানে,স্বাগতিক ফিলিপিন্স ৪২ টি স্বর্ণ পদক,৪১ টি রৌপ্য সহ ১১৮ টি পদক নিয়ে তৃতীয় স্থানে, ৪০ টি স্বর্ণ , ৩২ টি রৌপ্য সহ ৯৮ টি পদক নিয়ে চীন চতুর্থ স্থানে এবং ২৯ টি স্বর্ণ , ৪১ টি রৌপ্য সহ ৯৯ টি পদক নিয়ে মানয়েশিয়া পঞ্চম স্থান দখল করে। রবিবার শেষ দিনে ৫০ বছর উর্ধ বিভাগে ত্রিপুরার তপন শীল ৪অ১০০ মিটার রিলেতে চতুর্থ, ৬০ বছর উর্ধ বিভাগে জবা পাল দত্ত ৪অ৪০০ মিটার রিলেতে চতুর্থ এবং ৫০ উর্ধ বিভাগে অর্চনা বনিক ত্রিপল জাম্পে চতুর্থ স্থান দখল করে। এদিকে আসরে ত্রিপুরার অ্যাথলিটদের মধ্যে দেশকে স্বর্ণ পদক এনে দিয়েছিলেন ১৫০০ মিটার দৌড়ে মিতালী দেবনাথ, ৮০ মিটার হার্ডেলসে শেফালি বর্ধন।

এছাড়া রৌপ্য পদক জয় করেন লং জাম্পে অর্চনা বনিক, ৮০০ মিটার দৌড়ে মিতালা দেবনাথ, পোল ভল্টে মমতা দেবনাথ। ব্রোঞ্জ পদক জয় করেন ৩০০০ মিটার ত্রিপল জাম্পে বিপ্লব মজুমদার। লাকি রায় পায়ে চোট পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত আর নামতে পারেননি ট্র্যাত অ্যান্ড ফিল্ডে।

নতুবা দেশ আরও একটি বেশী পদক পেতো বলে মনে করছেন রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স সংস্থার কর্তারা। পদক জয়ী অ্যাথলিটদেরও শুভেচ্ছা জানান রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স সংস্থার কর্তারা। ১৮ নভেম্বর রাজ্যে ফিরবেন অ্যাথলিট-রা।

রাজ্য সাব জুনিয়র দাবা প্রতিযোগিতা শুরু ২৫শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। মহারাষ্ট্রের জলগাঁও-য়ে এবছর অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় সাবজুনিয়র দাবা প্রতিযোগিতা। ২৭ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত হবে আসর। তাতে অংশ নেবে ত্রিপুরা। বালক এবং বালিকা বিভাগে। ওই আসরে অংশগ্রহণের জন্য ত্রিপুরা দলের দুদিনব্যাপী নির্বাচনী শিবির শুরু ২৫ নভেম্বর। এন এস আর সি সি-র দাবা হলঘরে হবে আসর।রাজ্য দাবা সংস্থার উদ্যোগে। ২০০৮ সালে ১ জানুয়ারির পর জন্ম দাবাড়ুরা অংশ নিতে পারবে রাজ্য আসর। অংশ নিতে দাবাড়ুদের ৫০০ টাকা এন্টি ফি সহ ২৪ নভেম্বরের মধ্যে এন্টি জমা দিতে বলা হয়েছে। খেলা হবে ৬ রাউন্ডের। ২৫ নভেম্বর সকাল ১০ টায় শুরু হবে প্রথম রাউন্ডের খেলা।

বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা
এবং
প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০
শুভ সূচনা ঃ- ১৫ নভেম্বর, ২০২৩
লক্ষ্য ঃ-
- কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ স্কিম সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করা।
- এই কর্মসূচীর অধীনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ স্কিম ও পরিষেবা প্রদান।
- যেসব উপযুক্ত নাগরিক বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় এখনো আসেননি তাঁদের বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে চিহ্নিত নথিভুক্তকরণ।
- প্রতি ঘরে সরকারি প্রকল্প ও পরিসেবার সুফল সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজ্যের প্রতিটি জেলার পঞ্চায়েত/ভিলেজ, ব্লক এবং শহর/নগর এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডে বিকাশ সভা ও শিবির।
- জেলাস্তরীয় মেলা।

ICA/D-1262/23
ফোন করুন টোল-ফ্রী নম্বর ১৯০৫
ত্রিপুরার সার্বিক বিকাশে আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিন
ত্রিপুরা সরকার

এখনও পর্যন্ত বিশ্বকাপে চার-ছক্কার ফুলঝুরি ফুটছে যাঁদের ব্যাটে

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): এবারের বিশ্বকাপে প্রতি ম্যাচেই ক্রিকেটারদের ব্যাটে কম বেশি চার-ছক্কা দেখা গিয়েছে। জানেন এখনও পর্যন্ত এ বারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি চার এবং ছয় কোন ক্রিকেটার মেরেছেন? দেখে নেওয়া যাক বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ৬ মারা ক্রিকেটার:

রোহিত শর্মা:
রোহিত শর্মা চলতি বিশ্বকাপে ৯ ম্যাচ খেলে ২৪টি ছয় মেরেছেন। তিনিই রয়েছেন সবচেয়ে বেশি ছয় মারা ক্রিকেটারদের তালিকায় শীর্ষে। তাঁর মোট রান ৫০৩।

গ্লেন ম্যাক্সওয়েল:
এই অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার চলতি বিশ্বকাপে বেশি ছয় মারা তালিকায় ২ নম্বরে রয়েছেন। তিনি ৭ ম্যাচে ২২টি ছয় মেরেছেন। তাঁর মোট রান ৩৯৭।

কুইন্টন ডি'কক:
প্রোটিয়া উইকেটকিপার ব্যাটার কুইন্টন ডি'কক এ বারের বিশ্বকাপে ৯টি ম্যাচে ২১টি ছয় মেরেছেন। তাঁর মোট রান ৫৯১।

ডেভিড ওয়ার্নার: অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার চলতি বিশ্বকাপে ৯টি ম্যাচে ২০টি চার মেরেছেন। ওয়ার্নারের মোট রান ৪৯৯।

মিচেল মার্শ :
অস্ট্রেলিয়ার তারকা ক্রিকেটার মিচেল মার্শ বিশ্বকাপে ৮টি ম্যাচে ২০টি চার মেরেছেন। তাঁর মোট রান ৪২৬।

বিশ্বকাপে এখনও অবধি সবচেয়ে বেশি চার মারা ক্রিকেটার হলেন:

রোহিত শর্মা:
ভারত অধিনায়ক ব্যাটে এ বারের বিশ্বকাপের সবচেয়ে বেশি ছয় এবং চার এসেছে। রোহিত ৯টি ম্যাচে মোট ৫৮টি চার মেরেছেন। তাঁর মোট রান ৫০৩।

কুইন্টন ডি'কক:
রোহিতের মতো প্রোটিয়া তারকা কুইন্টন ডি'ককের ব্যাটেও সমানতালে ছয়-চার এসেছে। ৯ ম্যাচে ডি'কক মেরেছেন ৫৭টি চার। তাঁর মোট রান ৫৯১।

বিরাট কোহলি:
এবারের বিশ্বকাপে বিরাট কোহলির ব্যাটে ৯টি ম্যাচে এসেছে ৫৫টি চার। তাঁর মোট রান ৫৯৪। গ্রুপ পর্ব শেষে আপাতত তিনিই টুর্নামেন্টের সর্বাধিক রান করা ব্যাটার। রাচিন রবীন্দ্র:
কিউয়ি তরুণ ক্রিকেটার রাচিন রবীন্দ্র বিশ্বকাপে ৯টি ম্যাচে ৫২টি চার মেরেছেন। তাঁর মোট রান ৫৬৫।

ডেভন কনওয়ে:
কিউয়ি তারকা ওপেনার ডেভন কনওয়ে এ বারের বিশ্বকাপে ৯টি ম্যাচে ৫১টি চার মেরেছেন। তাঁর মোট রান ৩৫৯।

ডাচদের হারিয়ে একগাদা রেকর্ড করল ভারত

বেঙ্গালুরু, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): গতকাল গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচেও নেদারল্যান্ড-এর সঙ্গে দাপটের সঙ্গে জয় পেয়েছে ভারত। নেদারল্যান্ডসকে ১৬০ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে বেশ কিছু রেকর্ড গড়েছে ভারত।

**নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং করে ৪১০ রানের পাহাড়সম সংগ্রহ পায় ভারত। ভারতের প্রথম পাঁচ ব্যাটারই পঞ্চাশ রান পেয়েছেন, যা ওয়ানডে ক্রিকেটে তৃতীয় ঘটনা। আর বিশ্বকাপে এটাই প্রথমবার।

**ডাচদের বিপক্ষে ৫১ রানের ইনিংস খেলেছেন কোহলি, যা এবারের বিশ্বকাপে তার সপ্তম ফিফটি। এক বিশ্বকাপে সাত ফিফটি করার রেকর্ড আছে শুধু শচীন ও সাকিবের। তাদের পাশে নাম লেখালেন কোহলি।

**এদিকে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ৪১০ রানের ইনিংসটি ওয়ানডে ক্রিকেটে তাদের চতুর্থ সর্বোচ্চ আর বিশ্বকাপে দ্বিতীয়। ২০০৭ সালে বারমুডার বিপক্ষে ৪১৩ রান করেছিল ভারত, যা ওয়ানডে বিশ্বকাপে তাদের সর্বোচ্চ।

** আর এদিন বল হাতে উইকেটের দেখা পেয়েছেন দুই পার্ট টাইম বোলার বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাও।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ত্রিপুরার আয়োজিত মেগা ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

জ্ঞানই এগিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মেধার বিকাশ ঘটছে। রবিবার তারই প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে ত্রিপুরার আয়োজিত মেগা ক্যুইজ প্রতিযোগিতায়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আগরতলা টাউনহলে ত্রিপুরার আয়োজিত মেগা ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, জ্ঞানের কোন উপসংহার হয়না। জ্ঞানই এগিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম।অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও বলেছেন আগামীদিনে প্রতিভার মাধ্যমেই এই পৃথিবী পরিচালিত হবে। যাদের কাছে বেশি প্রতিভা থাকবে তারাই এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে। দেশ ও রাজ্য পরিচালনায় তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। মুখ্যমন্ত্রী ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সাফল্য কামনা করেন। ত্রিপুরার মেগা ক্যুইজের গরিমা আরও বৃদ্ধির জন্য তিনি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন।

মাতাল পুলিশ অফিসারের কর্মকান্ডে উঠল ছিঃ ছিঃ রব

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ নভেম্বর।। 'মুঝকো পিনা হে পিনে দো, মুঝকো জিনা হে জিনে দো'-- এই গানের লাইনটি যেন এবার বাস্তবে রূপ পেল তেলিয়ামুড়া থানার এক মাতাল পুলিশ অফিসারের মাতাল সুলভ আচরণে। যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যকে নেশা মুক্ত ত্রিপুরার ডাক দিচ্ছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তেলিয়ামুড়া থানার ওই মাতাল পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে তেলিয়ামুড়ার যুব সমাজ যেন নেশার কড়াল গ্রাসে আছন্ন হচ্ছে। তেলিয়ামুড়া থানায় কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার এস.আই রামকৃষ্ণ দাস, যে কিনা পুলিশ মহলে মাতাল পুলিশ বলে পরিচিত।

খবরে প্রকাশ,, দীর্ঘদিন ধরেই তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ অফিসার রামকৃষ্ণ দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় থাকলেও ও.সি সুব্রত চক্রবর্তীর একেবারে পছন্দের সুপাত্র হওয়ার সুবাদে সবকিছু মাফ হয়ে এলেও এবার ওসি সুব্রতর পছন্দের সুপাত্র তথা মাতাল পুলিশ রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা পুলিশ অ্যাক্ট ৯০ ধারায় গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করেছে। সোমবার তেলিয়ামুড়া থানার ওই সাব-ইন্সপেক্টর রামকৃষ্ণ দাস মাত্রাতিরিক্ত মদমত্ত অবস্থায় কর্তব্যরত অবস্থায় থাকাকালীন সময় উশৃঙ্খলতা সহ মাতলামি''তে অতিষ্ঠ করে তুলে থানা সহ থানার আশপাশ এলাকাকে। তেলিয়ামুড়া থানা সূত্রে খবর,, সোমবার রাতে তেলিয়ামুড়া থানায় দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত কালী পূজার ঘটের উপর থেকে চুপিসারে কাপড় হাফিস করার সময় পূজার ঘট সহ পূজার সামগ্রী মদের নেশায় এদিক ওদিক ছিঁটকে ফেলে দেয় ওই মাতাল সাব-ইন্সপেক্টর রামকৃষ্ণ দাস।

মাতাল সাব-ইন্সপেক্টর রামকৃষ্ণ দাসের একের পর এক এহেন কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ হয়ে তেলিয়ামুড়া থানা কর্তৃপক্ষ মাতাল সাব ইন্সপেক্টর রামকৃষ্ণ''কে গ্রেফতার করে তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে। অন্যদিকে, রাজ্যের মধ্যে একটি স্বনামধন্য থানা বলে পরিচিত তেলিয়ামুড়া থানার ওই সাব-ইন্সপেক্টরের এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে ঘিরে রাজ্য আরক্ষা মহল জুড়ে ছিঃ ছিঃ রব বইছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, গত দুর্গা পূজায় এই সাব ইন্সপেক্টর রামকৃষ্ণ দাস নেশাগ্রস্থ অবস্থায় সাধারণ মানুষজন''কে হেনস্থার সহ মারধোর করেছিল। যার সংবাদও রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল ফলাউ করে। কিন্তু তারপরেও কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ওই সাব ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ব্যাবস্থা গ্রহণ করেনি রাজ্য পুলিশের উর্দতন কর্তৃপক্ষ। এখন এটাই দেখার বিষয় উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ সহ শুক্রবার দিন তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর রামকৃষ্ণ দাস''কে গ্রেফতার করার পর কি ধরনের ব্যাবস্থা গ্রহণ করে রাজ্য পুলিশের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ।

সম্প্রতি বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মী অবহেলায় রোগী মৃত্যুর ঘটনায় সোমবার আইজিএম হাসপাতাল পরিদর্শন করেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা সুপ্রিয় মল্লিক।

সিসি টিভির ফুটেজ দেখে আটক ল্যাপটপ চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। ল্যাপটপ চুরির ঘটনায় এক চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। সিসি টিভির ফুটেজ দেখে চোরকে শনাক্ত করে তাকে আটক করা সম্ভব হয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা গেছে, রাজধানীর অনন্ত মার্কেটের এক দোকান থেকে ল্যাপটপ চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ চন্দ্রপুর এলাকা থেকে চুরি যাওয়া ল্যাপটপ সহ এক ব্যক্তিকে আটক করে। ধৃত ব্যক্তির নাম ইয়াসিন মালিক। তার বাড়ি উত্তর প্রদেশ। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে ইয়াসিন মালিককে শনাক্ত করা হয়েছে।

পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, থানায় চুরির মামলা দায়ের হওয়ার পর পুলিশ সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্তে নামে। তদন্তক্রমে জানতে পারে ইয়াসিন মালিকের বাড়ি উত্তরপ্রদেশে। সে দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে অবস্থান করছে। সে পুরানো ইলেকট্রিক সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করত। অনন্ত মার্কেটের এক দোকান থেকে দোকান মালিকের অনুপস্থিতিতে সে ল্যাপটপটি চুরি করে নিয়ে যায়। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে

দীপাবলির উৎসবের মধ্যেই রামকৃষ্ণ ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। দীপাবলির উৎসবের আনন্দ উল্লাসের মধ্যেই রক্তদানে এগিয়ে এলো জিবি বাজার এলাকার রামকৃষ্ণ ক্লাব। তাদের এই মহতী উদ্যোগের ভূয়শী প্রশংসা করেছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র সহ অন্যান্যরা।

দীপাবলি উৎসব পালনের পাশাপাশি তারা যে দায়িত্বশীলের পরিচয় দিয়েছেন সমাজের অন্যান্য অংশের জনগণ এবং বিভিন্ন ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মেয়র। রক্তদান শিবির পরিদর্শনকালে মেয়র বলেন উৎসব মরশুমে রক্তদানের প্রবণতা কিছুটা কমে যাওয়ায় হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক গুলিতে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে। এই সংকট মোকাবেলায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

রাজধানীর জিবি বাজার স্থিত রামকৃষ্ণ ক্লাব শ্যামা মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছে। রবিবার শ্যামা মায়ের আরাধনা উপলক্ষে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে বলেন রাজ্যের সংস্কৃতি এবং পরম্পরা বজায় রাখতে এ ধরনের শ্যামা পূজার আয়োজনে ব্রতী হওয়া অত্যন্ত প্রশংসনীয়। রাজ্যে শান্তির পরিবেশ রয়েছে। সকলে উৎসবে মেতে উঠছে। এবং মানুষের মধ্যে যে আনন্দ উৎসাহ রয়েছে সেটা যাতে আগামী দিনে বজায় থাকে তার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি দীপাবলি উপলক্ষে সকলের প্রতি শুভেচ্ছা জানান মেয়র। আয়োজিত শ্যামা মায়ের আরাধনায় উপস্থিত ছিলেন এছাড়াও স্থানীয় কাউন্সিলর, ক্লাবের সভাপতি ও সম্পাদক সহ অন্যান্যরা।

শুভ দীপাবলির অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর (হি.স.) : দীপাবলি উপলক্ষ্যে রবিবার দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দীপাবলির এই উৎসব সবার জন্য সুখ, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য নিয়ে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেন মোদী। সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে দীপাবলির শুভেচ্ছে জানিয়েছেন। তিনি এক্স- পোস্ট করে লিখেছেন, ''সবাইকে শুভ দীপাবলির শুভেচ্ছা জানাচ্ছি! এই বিশেষ উৎসব সবার জীবনে বয়ে আনুক আনন্দ, সমৃদ্ধি এবং চমৎকার স্বাস্থ্য।''

প্রধানমন্ত্রী আরও লেখেন, ''দীপাবলি উজ্জ্বলতা এবং উজ্জ্বলতার সঙ্গে জড়িত। এই শুভ উৎসব আমাদের জীবনে আনন্দ ও মঙ্গলের চেতনাকে আরও বাড়িয়ে তুলুক। আমি আশা করবো আপনারা সকলে পরিবার এবং বন্ধু দের সঙ্গে একটি চমৎকার দীপাবলি পালন করছেন। '' এর আগে শুক্রবার মোদী দেশবাসীকে ধনতেরাসের শুভেচ্ছা জানান। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ''সুখ, স্বাস্থ্য, এবং সমৃদ্ধির প্রতীক একটি উৎসব ধনতেরাসে আমার দেশের সকল পরি বারের সদস্যদের অনেক অনেক অভিনন্দন।''

বাড়ি থেকে দেড় লক্ষ টাকার গয়না চুরি, মামলা দায়ের

হিসার, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : হরিয়ানার হিসার জেলায় দেড় লক্ষ টাকার গয়না চুরির অভিযোগ। সোমবার পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জানা দিয়েছে, হরিয়ানার হিসার জেলার একটি গ্রামে এই চুরির ঘটনা ঘটে। ঘটনার সময় বাড়ির মহিলা পাড়ায় একটি কাজে গিয়েছিলেন। তিনি বাড়ি ফিরে এসে দেখেন তাঁর বাড়ি থেকে দেড় লক্ষ টাকার গহনা চুরি হয়েছে। বলসামান্দ গ্রামের বাসিন্দা সোনু পুলিশের কাছে অভিযোগ করে জানান, সন্ধ্যায় তিনি খেতে কাজ করতে গিয়েছিলেন। বাড়িতে তার মা একা ছিলেন। সন্ধ্যায় তাঁর মা সুশীলা পাড়ায় দুধ আনতে যান। সেসময় অজ্ঞাত কয়েকজন ওই বাড়িতে প্রবেশ করে। অভিযুক্তরা ঘরের ভেতরে রাখা একটি ব্যাগ থেকে একটি সোনার মঙ্গলসূত্র ও একটি সোনার লকেট চুরি করে পালিয়ে যায়। অভিযোগকারীর মা বাড়িতে এসে দেখেন, ব্যাগে কোনও গয়না নেই। ঘরের মধ্যে বাড়ির মালপত্র চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাঁর মা তাঁকে ফোন করে ঘটনাটি জানালে পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলীর আনন্দ ভাগ করে নিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। সীমান্ত নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বিএসএফের জোয়ানরা পরিবারের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকেন। উৎসবের আনন্দ উল্লাসে তারা পরিবারের কাছে থাকতে পারেন না। সেই অনুভূতি নিয়েই ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জোয়ানদের সঙ্গে দীপাবলীর সন্ধ্যায় আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। দীপাবলীর সন্ধ্যায় রবিবার আলোর উৎসব দীপাবলি উপলক্ষ্যে কিছু সময় সীমান্তে প্রহরারত বিএসএফ --- জওয়ানদের সঙ্গে সময় কাটালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। এদিন আখাউড়া ইন্টগ্রেটেড চেকপোস্টে গিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলন করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী।

এরপর চেকপোস্টে গিয়ে রিট্রেটিং-এ অংশ নেন তিনি। বিএফএফ-র কর্মকর্তা ও জওয়ানদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। সীমান্তে বিএফএফ জওয়ানদের সঙ্গে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। আখাউড়া সীমান্তে কর্তব্যরত বিজিবি-র আধিকারিকদের হাতে তুলে দেন মিষ্টি। সেখানে কর্তব্যরত বিএফএফ জওয়ান এবং আধিকারিকদের সঙ্গে দীপাবলির আনন্দ ভাগ করে নেন। দীপাবলির শুভেচ্ছা জানান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। প্রতিবছর বিএসএফ- জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলির আনন্দ ভাগ করে নিয়ে আসেন। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এদিন তিনি বলেছেন, গোটা রাষ্ট্র একসঙ্গে দীপাবলি উৎসবে সামিল হয়েছে। সকলের জীবনকে আলোকিত করার পাশাপাশি সুখে সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে দেয় তাঁর প্রার্থনা করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। ঘর থেকে অনেক দূরে থাকলেও মনের দিক থেকে সকলে একসঙ্গে রয়েছে বলেও জানান। দুই দেশ এক হয়ে গেছে বলে জানান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সম্পর্ক আরও নিবিড় করে সৌহার্দের বার্তা দিতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা

১৫ নভেম্বর রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের সূচনা

আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবার সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে আগামী ১৫ নভেম্বর থেকে দেশব্যাপী বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সূচনা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এদিন জনজাতীয় গৌরব দিবসের পুণ্যলগে ঝাড়খণ্ড থেকে দেশব্যাপী এই কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন। সেই সাথে সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবা সমূহের তথ্য সমৃদ্ধ ভ্রাম্যমান প্রচার বাহনের যাত্রাও শুরু হবে। আগামী ২৬ জানুয়ারি, ২০২৪-এ এই সংকল্প সমাপ্ত হবে।

আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং হলে আগামী ১৫ নভেম্বর রাজ্যভিত্তিক বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সূচনা হবে। তাছাড়াও এই অনুষ্ঠানে রাজ্যভিত্তিক জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন ও প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০-এরও সূচনা হবে। রাজ্যের এই সংকল্প যাত্রার সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ, পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা ও রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ র'ন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

রাজ্যভিত্তিক এই অনুষ্ঠানে ঝাড়খণ্ড থেকে জাতীয়স্তরের অনুষ্ঠান সম্পচার করা হবে। তাছাড়াও আগরতলায় রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ব্যতীত অন্যান্য জেলায় সরাসরি সম্পচার করা হবে। এদিন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন থেকে ও ধলাই জেলার আমবাসা থেকে সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবার তথ্য সম্বলিত ভ্রাম্যমান প্রচার বাহনেরও সূচনা হবে।

করিমগঞ্জের পাথারকান্দিতে বন্ধুর গাড়ির ধাক্কায় হত পথচারী বন্ধু, আহত দুই, শোকাহত গোটা এলাকা

পাথারকান্দি (অসম), ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : রবিবার দীপাবলির রাতে ভয়ংকর যান দুর্ঘটনায় বন্ধুর গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যুবরণ করেছে আরেক বন্ধু। একই ঘটনায় আহত হয়েছেন দুই যুবক। হতাহত সকলের বয়স ২৫ থেকে ২৭-এর মধ্যে। মর্মান্তিক এ ঘটনায় শোকে মুহ্যমান গোটা পাথারকান্দি। নিহত যুবককে পাথারকান্দি শহরে অবস্থিত মডেল লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী তথা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সর্বজনপরিচিত ভাস্কর দাসের ছেলে স্রষ্ট ভার্গব (ভার্গব দাস) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

ঘটনার বিবরণ প্রকাশ, রবিবার মধ্য রাতে স্রষ্ট ভার্গব, গৌরব পাল, অয়ন দেরা আরও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পায়ে হেঁটে পাথারকান্দির মুণ্ডমালায় অবস্থিত শ্মশান কালীবাড়ির পূজা দর্শন করে ৮ নম্বর জতীয় সড়কের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। সে সময় তীব্র গতিতে লোয়াইরপোয়া থেকে আই-১০ মডেলের চার চাকার গাড়িতে চড়ে পাথারকান্দিতে ফিরছিলেন স্থানীয় আরেক ব্যবসায়ী পরিতোষ বণিকের ছেলে নবীন বণিক।নবীনের দুরন্ত গাড়িটি মুণ্ডমালা ময়দান লাগোয়া একটি কালভার্টের ওপর এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশ দিয়ে গৃহগামী পথচারী বন্ধুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে গাড়ির অতর্কিত প্রচণ্ড ধাক্কায় ভার্গব, গৌরব, অয়ন দে-রা ছিটকে কালভার্টের রেলিং ভেঙে পাশে নালায় গিয়ে ছিটকে পড়েন। গাড়ির ভিতরে আবদ্ধ হয়ে পড়েন নবীন বণিক। দরজার কাঁচ ভেঙে তাকে উদ্ধার করেন স্থানীয়রা।এদিকে চার চাকার গাড়ি মুখ থুবড়ে কালভার্টের রেলিঙের ওপর ঝুলে পড়ে। রেলিংও ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে। রাতেই এসকেভেটরের সাহায্য কালভার্টের রেলিঙের ওপর থেকে আই-১০ কারকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় থানায়। কালীপুজোর রাতে শহর সংলগ্ন জাতীয় সড়কে তখন আরও পুজো দর্শনার্থী ছিলেন। তাঁরা অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশের দল গিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করে প্রায় ১০০ মিটার দূরে নালা থেকে উদ্ধার করে গুরুতর আহত সংজ্ঞাহীন স্রষ্ট ভার্গব, রিণ্টু দের ছেলে অয়ন দে এবং গৌরব পালকে। পুলিশ তাদের উদ্ধার করে পাথারকান্দি হাসপাতালে নিয়ে যায়।কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার ভার্গবকে মৃত বলে ঘোষণা করে ঠিকাদার গৌরাঙ্গ পালের ছেলে গৌরব পাল, অয়ন দে ও নবীন বণিককে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে রেফার করেন। তবে অয়ন দে সামান্য ঘায়েল হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা করে তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গৌরব ও নবীনের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক বলে উন্নত চিকিৎসার জন্য উভয়কে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছেন করিমগঞ্জের চিকিৎসকরা।এদিকে নিহত ভার্গব দাসের মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর আজ সোমবার তাঁর অভিভাবকদের হাতে সমঝে দিয়েছে। জানা গেছে, আজই মুণ্ডমালা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।উল্লেখ্য, হতাহত যুবকদের বাড়ি পাথারকান্দি শহরেই। তাঁরা পরস্পর পরস্পরের ভালো বন্ধু ছিলেন। ভার্গব ভালো ফুটবল খেলোয়াড় ছিল। শৈশবে সে করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের আবাসিক ছাত্র ছিল। গতকাল কালীপুজো উপলক্ষ্যে সে উপবাস ব্রত পালন করছিল। তাঁর অকালমৃত্যুতে গোটা পাথারকান্দি এলাকায় শোক বিরাজ করছে। জানা গেছে, দুর্ঘটনায় নিহত ভার্গব নাট্যকর্মী, নারী সংগঠক গীতা দাসের নাতি। জন্মের পর গীতা দাসেই তাঁর নামাকরণ করেছিলেন, স্রষ্ট ভার্গব নামে। বার্ধক্যজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত প্রায় কোমাচ্ছন্ন গীতা দাসও শয্যাশায়ী।

বিধায়কের জন্মদিন উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ নভেম্বর।। সোমবার বিকেলে বিশালগড় প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয় বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেবকে। বিশালগড়ের বিধায়কের নিজ বাড়িতে শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় প্রেসক্লাবের সম্পাদক তাজুল ইসলাম, সভাপতি ভবতোষ ঘোষ, সহ প্রেসক্লাবের কোষাধক্ষ্য হারাধন দেবনাথ, কিশোর দেবনাথ,সহ-সম্পাদক জীবন সাহা, খোকন ঘোষ ও অন্যান্য সাংবাদিকরা। এদিন সাংবাদিকরা বিধায়কের নিজ বাড়িতে গিয়ে বিধায়কের জন্মদিন উপলক্ষে বিধায়কে পুষ্পস্তবক ও স্মারক সম্মান বরণ করে নেয়। বিধায়কের জন্মদিন উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর সাংবাদিকরা বিধায়কের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করতে গিয়ে বিশালগড়কে কিভাবে নেশা মুক্ত করা যায় এবং বিশালগড়ে বাল্যবিবাহ কিভাবে রোধ করা যায় সেই বিষয়েও বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়। সাংবাদিকদের সামনে বিধায়ক খোদ জানিয়েছেন তিনি কাজ করতে এসেছেন তাই বিশালগড়ের মানুষের স্বার্থে কাজ করতে চান এর জন্য বিধায়ক সাংবাদিকদের সহযোগিতা চেয়েছেন। এদিন সন্ধ্যায় বিশালগড় মহিলা থানার ওসি শিউলি দাস দীপাবলির উপলক্ষে বিশালগড় প্রেস ক্লাবে গিয়ে সকল সাংবাদিকদের জন্য একটি উপহার প্রদান করেন। তখন উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় প্রেসক্লাবের সম্পাদক তাজুল ইসলাম, সভাপতি ভবতোষ ঘোষ, কোষাধক্ষ হারাধন দেবনাথ সহ অন্যান্য সাংবাদিকরা। এদিন বিশালগড় মহিলা থানার ওসিও জানিয়েছেন বিশালগড় মহিলা থানার সাথে বিশালগড়ের সাংবাদিকদের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের আর এই সম্পর্ক সব সময় থাকবে বলে জানিয়েছেন বিশালগড় মহিলা থানার ওসি শিউলি দাস।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।